লীলাময় গোপীনাথ
-রামচন্দ্র মাঝী

ক্ষীরচোরা মহাত্ম্য

রচনা

রামচন্দ্র মাঝী

অনুবাদ

পণ্ডিত হৃদানন্দ সাহু

প্রাপ্তিস্থান

সদ্‌গ্রন্থ নিকেতন

ক্ষীরচোরা মন্দির

রেমুণা, বালেশ্বর

ক্ষীরচোরা মহাত্ম্য

রচনা
রামচন্দ্র মাঝী
অনুবাদ
পণ্ডিত হৃদানন্দ সাহু

প্রকাশিকা
গায়ত্রী বেহেরা
রেমুণা, বালেশ্বর
প্রাপ্তিস্থান
সদ্‌গ্রন্থ নিকেতন
ক্ষীরচোরা মন্দির
রেমুণা, বালেশ্বর
ছাপান
সহযোগ প্রিণ্টর্স
ভাস্করগংজ, বালেশ্বর
মো. ৯৯৩৮৪০৩১৯৮
দয়ুরী সংস্করন
রাস পূর্ণমী - ২০১৬
মূল্য
পচিশ্ টাকা (ট.৩৫.০০ঙ্কা) মাত্র

সূচী

তুমার ইচ্ছায়ে প্রভু তুমার সন্তান
তুমার লীলা ভক্তি রস করে আস্বাদন
তুমার এ ছোট এই ভক্ত অজ্ঞানে
মানসের থেকে সৃষ্টি সৃজন এই অবদান
তুমার চরন তলাএ করুছি অর্পন ॥

- তুমার আশ্রিত

শ্রী শ্রী গোপীনাথাষ্টকম্

চিদানন্দকারং ব্রজবন সুখকরং
নিরালম্বাধারং জ ধিপারং নগধরম্
রমেশং দেবেশং হর কম কেশং জনহরং
সদা গোপীনাথং পরম সুখদং তং ভজতরে ॥

রমা গ্রীবাহরং ভবভয় বিদারং ম হরং
নিস্তারং শূরং শ্রুতি সুরস সারং গুণবরম্
পরেশং নাগেশং তনু কুটী কেশং নটবরম্
সদা গোপীনাথ পরম সুখদং তং ভজতরে ॥

সুশান্তং নির্দ্দান্তং নবজ দকান্তং চ শিবদং,
দুরাশান্তং শান্তং নিখৰ জনভান্তং সুরবরম্
অবিদয়ান্তং কান্তং দিতিসুত চযান্তং বিধিপরং
সদা গোপীনাথং পরম সুখদং তং ভজতরে ॥

জগত্যা আনন্দং দ্রুহিণ হরবন্দ্যং ব্রজপতি
মহাশৃংগং নন্দং চ পরম কৃতজ্ঞং ক্রতুপতিম্
চিদানন্দং কন্দং নিখি জগতো নিশ্চিত মিদং
সদা গোপীনাথং পরম সুখদং তং ভজতরে ॥

গিরাং মার্গাতীতং নিগম ব্রজগীতং ভবহরং
ধিয়া ধীরৈর্ধেয়ং শ্রবণ যুগপেযং মনুরৈ:
অমর্ত্ত্যৈ: সংপ্রতং দনুজ বিপরীতং শিবকরং
সদা গোপীনাথং পরম সুখদং তং ভজতরে ॥

পরে আস্মিন্ নিত্যং মনুয়ো শুদ্ধমনসো
রমন্তে বেদান্ত বিহিত পরিআত্মা আতিবরা:
ভবং হিত্বা সতেয়্যনবরত সুখে স্বাত্মবপুসি
সদা গোপীনাথং পরম সুখদং তং ভজতরে ॥

অনিতেয়্যস্মিন বিশ্বেনিরতিময়ে দু:খৰতমনা,
মুমুক্ষু সত্ কশ্চিত্ ভজতি বিমং জ্ঞান পরমম্
ততো আং জনান্ বৈতুদিত ন পুন: দু:খ নিচয়ৈ:
সদা গোপীনাথং পরম সুখদং তি ভজতরে ॥

উপেন্দ্রং বৈকুণ্ঠং গজরিপুহরং নীতি নিপুণং
পরাত্মানং বুদ্ধং নিখিল জনপূজ্যং সরুনুতম্
হৃষীকেষুং বালং বিমলং মুররিপুং
সদা গোপীনাথং পরম সুখদং তং ভকতরে ॥

ইতি শ্রী গোপীনাথাষ্ঠকম্ সম্পূর্ণ্ম্ ।

●●●

প্রথম অধ্যায়

গুপ্ত বৃন্দাবন "রেমুণা"

পবিত্রএই দেবভূমি উত্কল । এই দেশে মহোদধৰতীরে পরম পূন্য ধাম শ্রীক্ষেত্র । এই খানে শ্রীনীল কন্দরে দারু বিগ্রহে চতুর্দ্ধা মূর্ত্তি রূপে জগতের নাথ শ্রী জগন্নাথ মহাপ্রভু আবির্ভাব হৈয়া ছেন্ । পতিত দিগের পাবন করার জন্য দুটি বাহু তুলে বিরাজমান করিতেছেন্ ।

এই পূন্য ভূমি উত্কলের উত্তর সীমাএ বালেশ্বর জেলা অবস্থিত্ । বালেশ্বর সদর মহকুমা থেকে পশ্চিম দিকে আপাততঃ আঠ কিলোমিটর বা ছয় মাইল্, দূরে পরম রমনীয ধাম "রেমুণা" অবস্থিত । "রমন" শব্দ থকেে "রেমুনা" নিস্পন্ন হোযেছে । তার ব্যতিরেকে এই স্থান অত্যন্ত রমনীয । অতএব রমনীয বোলিআ এই স্থানের নাম রেমুনা হইআছে । পরম রমনীয বৈষ্ণব ক্ষেত্র এই রেমুনা "গুপ্ত বৃন্দাবন" নামে প্রসিদ্ধ লাভ করিআছে । এখানে শ্রী শ্রী ক্ষীরোচরা গোপিনাথ জীযুর মন্দির অছে ।

সর্ব অবতারের জিনি স্বযং অবতারী সেই শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের দ্বাপর যুগের লীলা এইখানে গুপ্ত ভাবে সুত্রপাত হযেছে ।

ত্রেতযা সাল ভগবান শ্রীরাম রূপে অবতীর্ন হন্ । পিতার সত্য করিবার জন্য ভগবান শ্রীরাম চৌদ্দ বচ্ছর বনবাস করেন ।

সংগে স্ব-পত্নী সীতা দেবী আর্ অনুজ লক্ষ্মন্ কে নিএ বনবাসের প্রথম পআর্য়ায়ে পাবন চিত্রকূট পর্বতে অবস্থান করেন্ ।ব্যতিরেকে অবস্থান কালে এক দিন্ হটাঠ্ আকাশ সজল নীল ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হোইল। আঁদুর বিষ্টিপাত্ সংগে ঘন ঘন বজ্র নির্ঘোষ ঐ পর্বত কে প্রকম্পিত করিল । ঘন বিদ্যুত্তের চমক পর্বতকে আরো ভযঙ্কর করে তুলিল। বিদ্যুতের বজ্র নির্ঘোষে সীতা দেবী অতিশয ভীতা হযে উঠ্লেন। তত্সংগে বজ্র ভয নিবারনকারী মহর্ষি জৈমিনীর নাম জপিতে লাগিলেন্ । এই ভাবে কতকাল অতিক্রান্ত হোইল।

বিষ্টি থেমে য়াবার পর দাহীদের আশ্রম থেকে পযস্বিনী গোমাতা গন বেরিএ ইতস্তত বিচরন করিতে লাগিলেন্ । তাঁর স্বভাবিক্ স্বচ্ছন্দে চারন ভূমিতে তৃন খাইবারে লাগিলেন্ । তাদের এমন স্বচ্ছন্দ ভাবে বিচরন করা দেখে ভগবান শ্রীরাম হাঁস্তে লাগিলেন্ । মাতা জানকী ঠাকুরের হাঁসার কারন জিগেস্ করিলেন্। ভগবান শ্রীরাম বললেন্ দেবী ! ঐ গাভীগনকে দেখেই আমার ভাবী দ্বাপর য়ুগের লীলা স্মরন হোইতেচ্ছে । তাই আমাকে হাঁসী লাগিল। এক দৈবদূত মন্বন্তরের চতুর্বিংশতি চর্তুয়ুগীর ত্রেতা য়ুগ চলিতেছে। এই য়ুগে আমার পূর্ণ্ণ অবতারী রামাবতার হযেছে । ঐ অবতারে আমি ময়্যাদা পালন করিব । সারা জীবন আমাকে অনেক দু:খ সহন করিতে হইবে । প্রাদিককে সন্তুষ্ট রাখার জন্য অনেক কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। তারপর ঐই মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চর্তুয়ুগী অসিবে । ঐ চর্তুযুগীর দ্বাপর য়ুগে আমার পরিপূর্ণ্ণতম্ প্রকাশ হইবে। সেই প্রকাশ অতি মনোরম হইবে । গোপ বেশ ধারন করিব, আমার হস্তে মূরলী, মাথাযে ময়ুরের পিঞ্চ শোভায়মান হইবে । সেইকালে এই গোমাতাগন আমার লীলা সহচারিনী হইবেন ।শ্রীধাম বৃন্দাবনে আমি গোপ,গোপী, গোপসখা, সখী আর গো-বৃন্দের সংগে অতিশয় রমনীয় লীলা করিব।

তুমি ও আমার হ্লদিনী শক্তি রূপা লীলা সহচারিনী রূপে অবতীর্ণ হইবে।

ভগবতী অতি উত্সুকতায় অনুরোধ করিলেন্, প্রভো! আপনার ভাবি গোকুল লীলার রূপ কি রূপ হইবে, আমর মনে তাহা দেখিবার জন্য ইচ্ছে হইতেছে । দয়াময় আমাকে সেই রূপ দেখাইবার কৃপা করুন্ ।

মাতা জানকীর অনুরোধে ঠাকুর দ্বাপর যুগে লীলা বিগ্রহের একটি নিখুন ছবি কাল মুগুন পাথরের একটি ফলকে তীক্ষ্ণশর মূনে খোদিত করিয়া মাতাকে দেখাইলেন্ । মাতা সীতার হাতের্ স্পর্শ ঐ পাথরে জীবন সংচার হইল ।শ্রীরাম শাযক খোদিত বিগ্রহ জীবন্ত হয়ে উঠলেন ।৪ফুট্ উঁচ, ২ফুট্ প্রস্থ পাথরের ৩ফুট্ লম্বার মূর্ত্তিকে নিজে হাতেই পূজো করিলেন্ । সীতা দেবী এই বিগ্রহের নাম রাখিলেন "মদন গোপাল" ।

এর মধ্যে সেখানেস্থিত ঋষিদের উপর রাক্ষসগনের অত্যাচার অধিক হওয়ায় প্রভু শ্রীরাম দৃঢ়হস্তে তাদিকে দমন করিলেন এবং চিত্রকূট ত্যাগ করে পঞ্চবটীতে অবস্থান করিলেন । সেইখানথেকে লঙ্কাধিপতি দুষ্ট রাবন মাতা সীতাকে হরন করিলেন্ । সীতা উদ্ধার কারন শ্রীরাম রাবনাদি অসুর কূলকে যুদ্ধ করে নিধন করিলেন এবং অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তন করেন্ ।

চিত্রকূট প্রয়াগ থেকে ঐ বিগ্রহের পূজো চতুরানন্ ব্রহ্মা করিতে ছিলেন্ । চর্তুবিংশতি চর্তুযুগী ত্রেতা থেকে অষ্টবিংশতি চর্তুযুগীর দ্বাপরের অবসান ঘটার পর কলিযুগ প্রবেশ করিল । এই কালে ব্রহ্মাই বিগ্রহের পূজো করিতে থাকেন্ । এই কলিযুগে তত্কালিন্ কলিঙ্গাধিপতি ছিলেন্ লাঙ্গুলা নরসিংহদেব । উহাঁর একমাত্র মেঁ ব্যতিরক আর কনো সন্তান ছিলনা । মহারাজ ঐ মেঁর বিবাহ

গৌড়াধিশ্বর সূরসেনের এক মাত্র পুত্রের সঙ্গে (পরিনয়) সাঙ্গ করাইলেন্। তারপর রানীর সঙ্গে তীর্থ ভ্রমন করিতে বেরিএ গলেন্। নানা তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে তিনি ঐ চিত্রকূট পর্বতে প্রবেশ করিলেন্ । সেখানে শ্রীরাম চন্দ্রের শরাঙ্কিত বিগ্রহ দেখে অতিশয় প্রীত হইলেন্। ঐ বিগ্রহের পূজো অর্চ্চনা করে তাহাঁকে আপনার রাজধানী কলিঙ্গকে নিএ শ্রীপুরুষোত্তম ধামে প্রতিষ্ঠা করিবার মনস্থ করিলেন্ ।

ঐ রাত্রীতে মদন গোপাল রাজাকে স্বপ্নাদেশ করিলেন, রাজা! আমি মদন গোপাল । আমি এখানে থাকতে চাইনা । আমাকে এখানথেকে নিএ কোনো এক রমনীয় স্থানে স্থাপন করো । পরের দিন প্রভাতে স্বপ্নাদিষ্ট রাজা রানীর সঙ্গে লোকজনার সাহচর্য্যে জয়ধ্বনী দিয়া শংখ ঘণ্টা ধ্বনী দিয়া শংখ ঘন্টাধ্বনীর সঙ্গে ঐ বিগ্রহের নাম "জয় গোপাল" দিযা সেখান্ থেকে বিগ্রহকে সঙ্গে নিয়ে আসিলেন্।

নীলাচল পথে আসবার সময় একটি সুন্দর স্থান দেখিয়া রাত্রী বিশ্রাম করিবার মনস্থ করিলেন্ । যেখানে কি ভগবান শ্রীরামের কিছুটা কীর্ত্তি বিরাজিত ছিল । সেখানে শ্রীরামের সপ্তবার শরপ্রয়োগ ফলত: একটি পুণ্যতোয়ানদী বহিতেছিল । তার তট দেশে পরম ভাগবত শ্রী গার্গেশ্বির মহাদেব বিরাজমান করেন্ । অনতি দূরে যোগমায়া রামচণ্ডী বিদ্যমানা । এর নিকটে একটি গোপাল বস্তি আছে। সেই রাত্রীতে লাঙ্গুলা নরসিংহদেবের তন্দ্রাবেশে পুনরায় শ্রীজয় গোপাল আদেশ করিলেন্, "এই স্থানের নাম, "রেমুনা" পরম রমনীয় স্থান্ । এইখানে আমার নিত্য সেবার ব্যবস্থা কর। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে রাজা মহিষীকে স্বপ্নাদেশে শ্রীজয় গোপালের পুনরাদেশ জানালেন্। পরেরদিন যথারীতি রাজকীয় সমাহারে বিগ্রহ সেবার ব্যবস্থা করিলেন্ । রাজমহিষী শ্রীজয় গোপালের শ্রীঅঙ্গে সখা

গোপাল, অষ্ঠসখী গোপাল, আর গাভীগন বেষ্টিত দেখিয়া শ্রীগোপিনাথ নামে অভিহিত করিলেন্ ।

শ্রীগোপিনাথ উহাঁর পরম ভক্ত শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর জন্যে একটি ক্ষীর পাত্র (মৃত্ ভাণ্ড ক্ষীর পূর্ণ)লুকায়া রখিলেন্ আর মধ্যরাত্রীতে পূজারী ব্রাহ্মণ কে ঐ পাত্র অনিতি দূরে কীর্ত্তনরত ভক্ত মাধবেন্দ্র পুরীকে দিবার জন্য আদেশ করিলেন্ । প্রভুর আদেশ পাইয়া পূজারী মাধবেন্দ্র পুরীকে অমৃতকেী ক্ষীর পাত্র দিলেন্ । তাই শ্রী গোপীনাথ সেদিন থেকে "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন্ ।

১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কালাপাহাড নামে এক হিন্দু বিদ্বেষী যবনের অত্যাচারে উত্কলরে অনেক হিন্দু দেবী দেবতার মন্দির ধ্বস্ত বিধ্বস্ত কুষিত হইল । শ্রী শ্রী গোপীনাথ একদিন গভীর রাত্রকালে মন্দির পরিত্যাগ করে, মন্দির থেকে কাছাকাছি ৫ মাইল্ (দক্ষিণে) দূরবর্ত্তী "আরমলা" গ্রামের "অনন্ত সাগর" পুষ্করণীতে লুকিএ রহিলেন্ । আজও ঐ পুষ্করনী বিদ্যমান আছে । লাকেরা একে "কইঁসারিআ" পুকুর বলেন্ ।

দীর্ঘ দিন পরে সেই পুষ্করিণী পঙ্ক ভারে পূর্ণহযে যাওয়ায় গ্রামের জন সাধারণ পুষ্করিণীটির পঙ্কোদ্ধার আদি সংস্কার সাধনের ব্যবস্থা করলেন্ । যখন শ্রমিকগণ সংস্কার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন্ একজন শ্রমিকের কোদালের আঘাতে শ্রীবিগ্রহর পৃষ্ঠদেশে আঘাত লাগে তার ফলে পৃষ্ঠদেশ থেকে কিঞ্চিত অংশ বিচ্যুত হইআ সর্ব সমক্ষে প্রকাশমান হইল । সাবধানে ও সযত্নে বিগ্রহকে উত্তোলন করে চিন্তে পারেন্ "ঐত রেমুণার সেই লুক্কায়িত শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ ।"

এই শুভ সম্বাদ সর্বত্র ছডিযে যায় । শ্রীমন্দিরের সেবকগণ পরমোত্সাহে শ্রীবিগ্রহকে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন পূর্বক শ্রীমন্দিরে পুন:

সংস্থাপন করিলেন্ । তদনন্তর মহাস্নানাদি বৈদিক বিধান পূর্বক মহামহোত্সবের মাধ্যমে শ্রীজীউর পূর্ববত্ সেবা অনুষ্ঠান করিলেন্ ।

কেউ বলেন্ শ্রীল রসিকানন্দ প্রভু শ্রীগোপীনাথকে আরমলার পুষ্করিণী থেকে উদ্ধার করে শ্রীমন্দিরে পুন: প্রতিষ্ঠা করেছেন্ । মাত্র ইহা সত্যনয় । কেননা পুকুর থেকে শ্রী গোপীনাথ মন্দিরে পুন: বিরাজমানের সময় খ্রী.১৫৭০ থেকে ১৫৭৫ খ্রী. মধ্যে হয়েছে। কিন্তু শ্রীজীউ রসিকানন্দ প্রভুর জন্ম ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে । তাই আমরা "শ্যামানন্দ প্রকাশ" মতের উপর বিশ্বাস করি । ঐ পুন: প্রতিষ্ঠা শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুই করেছিলেন্ ।

এখন্কার মন্দির লাঙ্গুলা নরসিংহের নির্মিত নয় । তত্কালীন ময়ুরভঞ্জর মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেব আর বালেশ্বরের অনেক জমিদার তথা রেমুণার অনেক বদান্য ব্যক্তিদের দানে ঐ মন্দির পূর্ণত: তয়ারি হয়েছে ।

মন্দিরের "সিংহদ্বার" দক্ষিণ দিকে আছে । মন্দিরের সামনার দ্বার পূর্ব দিগে আছে । মন্দিরের ভেতরে যাবার জন্য ষড়রিপুর মত ৬টি পাহাচ আছে আর ৩গুণের মত ৩টি দরজা আছে ।

মন্দিরের গর্ভগৃহে আস্থানরে উপরে এখন্ ৩ঠাকুর বিরাজমান করেন্ । মাঝখানে শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথ,

বামে (আমাদের দক্ষিণে) শ্রীগোবিন্দ আর দক্ষিণে (আমাদের বামে) শ্রী মদন মোহন জীউ বিরাজমান করেন্ । শ্রী মদন মোহনের চরন্ অতি সুন্দর । ইনি সম্বন্ধের অধিদেবতা হন্ । আর শ্রীগোপীনাথের হৃদয় মুখখানি খুব্ সুন্দর । ইনি্ "অভিধেয়"র অধীদেব হন । ইনি্ প্রেমরূপা প্রয়োজনের অধীদেব । ক্ষীর চুরী করার সময় কিন্তু শ্রী গোবিন্দ কিম্বা শ্রীমদন মোহন বিগ্রহ ছিলেন্না ।

শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর পরেই খ্রী. ১৬২০ থেকে খ্রী. ১৬৩০ মধ্যে শ্রীল রসিকানন্দ প্রভু ঠাকুরের সেবা দায়িত্ব গ্রহণ করেন্ ।

তত্কালীন্ "তিহিডি"র সামন্ত রাজা (জমিদার) শ্রীগোবিন্দ এবং শ্রীমদন মোহন বিগ্রহ প্রদান করেন্ । শ্রীল রসিকান্দ প্রভু ঐ দুই বিগ্রহের প্রতিবষ্ঠাতা হন্ । ঐ তিন্ বিগ্রহকে ৩ভিন্নস্তরে আরাধনা করতে হয় । তাই কামদেবকে জিনি মোহিত করেন্ তিনি "মদন মোহন", যিনি, গো, গোপ,গোপী দিগে সুরক্ষিত রাখেন্ তিনি "গোবিন্দ" জিনি গোপীনাথের ভব্য প্রেমাস্পদ তিনি গোপিজন বল্লভ বা গোপীনাথ ।

শ্রীমদন মোহনের সেবায় শ্রীভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের পুন: প্রতিষ্ঠা হয় । ইনি আমাদের আধ্যাত্ম জীবনের প্রারম্ভ কালে ভৌতিক ইন্দ্রীয় দিকে দমন্ করিয়া থাকেন্ । যখন্ শ্রীভগবানের পূজার্চ্চনা করায় দৃঢ আসক্তি জাগ্রত হয় তখন্ শ্রীগোবিন্দের্ পূজো করতে হয় । শ্রীগোবিন্দ সকল সুখের আধার হন্ । যখন্ শ্রীগুরু দেবের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণ আর কৃষ্ণ ভক্ত গণের কৃপা হয় তখন্ সাধক ভক্ত ভক্তির পরিপূর্ণস্তরে পৌচতে পারে, তখন্ ঐ শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে ব্রজাঙ্গনাগণের সুখ দায়ক গোপীজন বল্লভ শ্রীগোপীনাথ রূপেই উপল্বধি করতে পারে ।

অথর্বন বেদের কাণ্ড শাখায় শ্রী শ্রী গোপাল তাপনীয়োপ নিষদের ১৮শ দিব্য আখরে নিষ্পাপ মন্ত্রে এই ৩ বিগ্রহের পূজা হয়।

গর্ভগৃহে সিংহাসনে ঠাকুরের পার্শ্বে দোল গোবিন্দ, রাধারানী, কৃষ্ণ, বটকৃষ্ণ, পঞ্চতত্ত্ব, লড্ডু গোপাল, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, মদন মোহন, নরসিংহ, মা লক্ষ্মী, রাস বিহারী (আতর)রাধারানী, শ্যামসুন্দর আর রাধারানী, গোপাল, হাঁঠোয়া গোপাল, বাসুদেব তথা শালগ্রাম পূজা হন্ ।

বেষ্ণবের মতে যেতিথি সূর্যোদয় থাকে ওই তিথিতে এই মন্দিরে পূজোর নীতি নিয়ম পালন করাহয় । মন্দিরে মঙ্গল আরতি থেকে রাত্রে বিশ্রাম পর্য্যন্ত অষ্ট আরতী করাহয় । শ্রী গোপীনাথের পৃথিবী প্রসিদ্ধ ক্ষীর ভোগ "অমৃতকেলী" সন্ধ্যা বেলায় লাগে । শ্রী গোপীনাথ জীউকে সপ্তাহের প্রত্যেক দিন ভিন্ন রঙ্গের বস্ত্রাদি পরিধান করাযায় ।

মন্দিরে পহিলা বৈশাখ, অক্ষয় তৃতীয়া, নৃসিংহ চতুদ্দশী, চন্দন পূর্ণমা, স্নান পূর্ণিমা, রথযাত্রা, চিতালাগি, ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী,নন্দোত্সব, রাধাষ্টমী, বামনের জন্ম । কিছুটা নিয়মাঁএর পূজাথেকে কার্ত্তিক রাস পূর্ণিমা পর্য্যন্ত গিরি গোবর্দ্ধন পূজা, অন্নকুট উত্সব, রাসযাত্রা, গোষ্ঠাষ্টমী, আঁলানবমী, আকাশ প্রদীপ, গরুড় দ্বাদশী, ধনু সংক্রান্তি, ব্যঞ্জন দ্বাদশী, বকুল অমাবাস্যা, মকর সংক্রান্তি, বসন্ত পঞ্চমী, মাণিক্য খন্দা, দোল পূর্ণিমা আদি উত্সব পালন করাহয় । শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর তিরোধান তিথি (শিব চতুদ্দশীর পরদিনে) থেকে ১৩দিন যাবত্ মহামহোত্সব হয় ।

●●●

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রী পাদ মাধবেন্দ্র পুরীর আবির্ভাব
আর
ক্ষীরোচোরার নামকরন

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামী প্রাযত: ১৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দের কিছু বচ্ছর পূর্বে ফাল্গুন শুক্লা একাদশী তিথি তে আবির্ভাব হযেছিলেন্। কেননা শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র ব্যাসতীর্থের শিষ্যের শিষ্য ছিলেন্ । কিন্তু ব্যাসতির্থ থেকে মাধবেন্দ্র বযসে বড় ছিলেন্ । ব্যাসতীর্থের জন্ম ১৪৪৫খ্রী : তে হযেছিল ।

বর্ত্তমানের পূর্ববঙ্গের শ্রীহট জেলা অন্তর্গত পূর্ম্বিপাট নামে একটি ছোট গ্রামে একটা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মলাভ করেছিলেন্। জন্ম নামছিল "মাধবধর" । মাধব বিবাহ করেছিলেন্ । স্ত্রী একটা পুত্র সন্তান্ কে জন্ম দিযে ইহলীলা সাঙ্গ করিলেন্ । শিশু পুত্র বিষ্ণু দাস কে সঙ্গে নিএ তিনি গঙ্গা কুলে বিষ্ণু গ্রামে নিজের আদরের শিষ্য কমলাক্ষ (অদ্বৈতাচার্য) নিকটে সোঁপে দক্ষিন ভারতে তীর্থ ভ্রমন গেলেন । দক্ষিনাত্যের কর্ণ্ণটিক রাজ্যের মধ্বাচার্য সম্প্রদায ভুক্ত "উডুপী" গাদির তত্কালীন মহন্ত শ্রীপাদ "লক্ষ্মীপতি" থেকে সন্যাস দীক্ষা গ্রহন করিলেন । শ্রীপাদের সন্যাস নাম "মাধবেন্দ্র পুরী" হোইল ।

ইনি শুদ্ধ রাগানুগা ভক্তি মার্গের বেষ্ণব সম্প্রদাযর বীজ বপন করেছিলেন ।

মাধবেন্দ্র কাশী তে অধ্যাপনার দাযিত্ব তুলাইতে লাগিলেন। মাত্র কাশী ধামে স্থাপিত বিদ্যালযের দাযিত্ব ব্যাস দেবের শিষ্য শ্রীল মাধব সরস্বতী কে ন্যস্ত করে তির্থ ভ্রমণ করিতে চলিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রবেশ করিযা গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে পরিক্রমা করে সংধ্যা কালে শ্রী গোবিন্দ কুণ্ডে স্নান করে বসেআছেন ।সারাদিন উপবাসে ছিলেন । একটা বৃক্ষের মূলে অজাচিত সন্যাসী মাধবেন্দ্র বসে হরিনাম ভজনে নিরত আছেন । তকন একটা সুঢল, সুকুমার বালক শ্রীপাদের সম্মুখে এসে দাঁড়াল ।হাতে একতা দুগ্ধ পাত্র ধরে পুরী পাদ কে মদুর বাক্যে বোলিতে লাগিল, “ওহে সন্যাসী এখানে এমনি কেন বসেআছ ? বুঝী সারাদিন কিছু খাঅনি । এই গ্রানের মেরা জল নিবার জন্য এসে তুমাকে দেখে গিযা আমার হাতে ঐ দুগ্ধ পাত্র দিএ পাঠালেন। তীর পান কর, পাত্র রেখে থাক, আমি কিছু সময পরে এসে পাত্র নিএযাব। আমাদের গ্রামে কেউ অনাহারে থাকেনা ।

বালকের সুকুমার অঙ্গে যেমন সকলি সৌন্দর্য় রঙ্গাযিত হোইতেছে । অধরে মন্দ হাস্যের ঝলকে যেমন সারাদিনের ক্ষুধা পিপাসা দূর হয়া বালক চলেগেল ।

পুরী পাদ দুগ্ধ পাত্র নিএ দুগ্ধ পান করে পাত্র ধৌত করে নিকটে রাখলেন । আর হরি নামে মজ্জিআ গেলেন । ক্রমে রাত্রী অধিক হোইতে লাগিল । বালকের পথ নিরিক্ষন করে বসে আছেন কই, বালক ত এলোনা, হরি নাম রত পুরী পাদের চক্ষে তন্দ্রা ঘিরিএ গেল। তন্দ্রা বসে পুরীপাদ একটা স্বপ্ন দেখিলেন । স্বপ্নে সেই বালক এসে পুরী হাত ধরে কতদূর নিএগেল । একটা নিকাঞ্চন জঙ্গলের নিকটে একটি কুঞ্জ দেখাইয়া বলিল, “পুরী আমার নাম গোপাল । দ্বাপ যুগে আমাকে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র ব্রজনাভ স্থাপিত করেছিল । ম্লেচ্ছ যবনের ভযে বহুদিন আমার সেবক আমাকে এই কুঞ্জে লুকাইযা চলে

গিয়েছে । বহুদিন থেকে আমি এই কুঞ্জ মধ্যে এমনি রয়েছি । বহুদিন আমি তুমার পথ নিরিক্ষন করেআছি । কবে মাধবেন্দ্র এসে আমাকে এখান্ থেকে উদ্ধার করে আমর সেবন করিবে । আমার কষ্ট দূর হবে। তাই তুমি এখান্ থেকে আমাকে উদ্ধার করে গোবর্দ্ধনের উপরে মঠ করে আমায় তথায় স্থাপন কর । অত বলি বালক অন্তর্দ্ধান হয়েগেল । নিদ্রা ভঙ্গে পুরীপাদ স্বপ্ন সন্দেশ স্মরন করে অপার খেদে অশ্রুপাত করিতে আপনা কে ধিক্কার করিতে লাগিলেন, "প্রভু স্বয়ং আমার কাছে এসে আমাকে দুগ্ধ পাত্র দিলেন ঃ মাত্র আমি অধম তাহাঁকে চিনিতে পারিলামনা । হায় ঃ"

পভুর আদেশ পালনে তত্পর হোইলেন মাধবেন্দ্র । স্বপ্ন সন্দেশ গ্রামের লোকজনাকে জানাইলেন্ । সবার সাহচর্য়ে সেই নিভৃত নিকুঞ্জ পরিষ্কার করে অতিশয় কান্ত শ্রীগোপাল বিগ্রহ কে উদ্ধার করিলেন্ । মহা পর্বতের ন্যায ওজন সেই বিগ্রহ পুরী পাদের প্রেম ভক্তি ভাবে নিকটে কুসুমের ন্যায় হোইলেন্ । সুন্দর এক স্থানে আশ্রম হোইল ।ার গোপালের প্রতিহ্ঠা কর্ম সমাপন হইল। মথুরার এক জনা ধনীক ব্যক্তি সেখানে মন্দির তৈরী করিবার দাইত্ব নিলেন্। শুদ্ধ ব্রাহ্মন গনে আনিযা পুরী পাদ বেষ্ণব করাইলেন্ । বৈষ্ণবীয পরম্পরায় গোপালের সেবা অর্চ্চনাদি সম্পাদন করাইলেন্। তত্পরেশ্রী গোপালের্ সেবার দাযিত্ব আপনার শিষ্যদের ন্যস্ত করে তির্থটিনে গেলেন ।তীর্থটিন করে ফিরেএসে মাধবেন্দ্র রাত্রীকালে স্বপ্ন বখিলেন্ । স্বপ্নেশ্রী গোপাল বলিলেন, "পুরী আমার সেবাপূজৌ সবকিছু ঠিক্ হোযেছে । কিন্তু এখন ও আমার অঙ্গের জ্বলন শান্ত হোযেনি । অসম্ভব যন্ত্রনাতে আমি কষ্ট অনুবব করিতেছি। তুমি নীলাচল য়াত্রা করো । সেখান্ থেকে চন্দন লযা আমার সর্বঙ্গে লেপন করো । আমর অঙ্গের জ্বালা শান্ত হোইবে। নিদ্রা ভঙ্গে মাধবেন্দ্র প্রভুকেপ্রণাম করিলেন্ । পরদিবসের প্রভাতেনীলাচল উদ্দেশ্যে

যাত্রারম্ভ করিলেন্ । নীলাচল পথে তিনি এই পঞ্চতীর্থ রেমুনায় এসে প্রবেশ হইলেন্ । এখানে শ্রীগোপিনাথ দর্শনকরে প্রেমাবিষ্ট হইলেন্। এখানকার সেবার সৌষ্ঠব দেখিয়া পুরীপাদ পরম সন্তোষ লাভকরিলেন্। ঠাকুর দর্শনকরে প্রেমাবেশে নৃত্য কীর্ত্তন করে শ্রী জগমহোনে বসে আচ্ছেন । সন্ধ্যা আরতীর বেলায় আরতী দর্শন করে প্রেমে বিভোর হইলেন্ । সন্ধ্যা আরতী শেষে ক্যাক্যা ভোগলাগে; এই জিগেস করলেন্ । সেবকরা সেবা আর ভোগের বিবরন বর্ণ্নন করিলেন্ । মশায়; এখানে সন্ধ্যা বেলায় শ্রীজীউর কাচ্ছে অমৃততোপম ক্ষীর ভোগ লাগে । তার নাম অমৃতকেলী । দ্বাদশ মৃত্ পাত্রে পূর্ণ্নক্ষীর ভোগ প্রসিদ্ধি লাভকরেচ্ছে । গোপিনাথের ক্ষীর, এমন স্বাদিষ্ট ভোগ পৃথিবীতে কোথায় পাওযাবেনা ।

শ্রীপাদ পুরী অজাচিত বৈষ্ণব । সামান্য লালসা উদ্রেক হইল মানসে; অআাচিত ক্ষীর প্রসাদ যাদ্যপি স্বল্প পাইতাম্ তো স্বাদ অনুমানী তেমন্ ভোগ আমার গোপালে লাগাইতাম । বাস্ এতখানিক বাসনা জেগে উঠে, তখন্ই পুরীপাদ সংজত হইলেন্; কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ একি, আমার মানসে আবার একি বাসনার জাগরন ঃ আমার অপরাধ হইল। প্রভু ঃ আমায় ক্ষমা করুন্ ইত্যাদি বলে লজ্জিত হইলেন্ । মন্দির থেকে বেরিয়ে গিয়ে মন্দিরের অনতিদূরে হাটে বসে হরিনাম করিতে করিতে রাত্রিযাপন করিলেন্ । এ দিগে শ্রীগোপিনাথ ভক্তের অন্তরের ভাব অবগত হইলেন্ । ভক্তের ইচ্ছা পুরন্ করিবারজন্যই ভগবান অবতরণ করিয়াথাকেন্ । তাই একটি ক্ষীরভাণ্ড প্রভু স্বপরিধান বস্ত্রাঞ্চলে লুকাইয়া রাখলেন্ এবং পূজারী মশায় কে আদেশ করলেন্ - উঠ পুজারী, আমার ধড়ার আঁচলে একটি ক্ষীরভাণ্ড রেখেআছি। চণ্ডীহাটে আমার ভক্ত মাধবেন্দ্র জেগে আছে । তুমি ঐ ক্ষীরভাণ্ড মাধবেন্দ্র পুরীকে দিএ এস । প্রভুর আদেশৈ পূজারী শৌচ হইয়া ধড়ার আঁচলে ঢাঁকা ক্ষীরভাণ্ড নিএ শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী মশায় কে

ডাকিয়া প্রবুর নির্দ্দেশ জানাইলেন্ আর ক্ষীরভাণ্ড দিলেন্ । পুরীপাদের আশ্চর্য্যের সীমা থাকলনা । প্রেমাবেশে নেত্রে জলধার অবারিত গতিতে বয়েযায়ে । দয়াময় প্রভু ঃ আমার মত অক্ষিচনে কি অকৈতব করুনা ঃ বারম্বার প্রভুকে প্রনতি জানাহয়া সেই ক্ষীরভাণ্ডকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করিলেন্ । ক্ষীরপ্রসাদ সেবনকরে কৃত্যকৃত্য হইলেন্ । ঐ মৃত্ পাত্রকে খণ্ড খণ্ড করে বস্ত্রাঞ্চলে বেন্ধে রাখিলেন্ ।

উক্ত কখনও আপনার প্রতিষ্ঠা চাযনা । তাই পরীপাদের মনে প্রতিষ্ঠার ভয জাগিল । এই খবর প্রভাত হইলে সর্বত্র প্রসার হইবে । লোকজনা মাধবেন্দ্র পুরী কে দর্শন করিবার জন্যে আসিবেন ।তা তে প্রভুর অবমাননা হইবে । আমাকে এই রাত্রেই এই স্থান ত্যাগ করিতে হইবে । এই বিচার করে শ্রীপাদ পুরী রাত্রেই সেখান থেকে চলে গেলেন্ । পথে কয়েক দিন ব্যতীত হইল । শ্রী নীচালচে প্রবেশ করে শ্রীমন্দিরে শ্রী জগন্নাথ মহাপ্রভুকে দর্শনকরে প্রেমাবেশে নৃত্যকরিলেন্ । শ্রীপাদ পুরীর নীলাচল আগমন বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে ফেলিএ গেল । ভক্ত প্রতিষ্ঠা চায়না কিন্তু ভগবান ভক্তের প্রতিষ্ঠা চান্ । উত্কলের গজপতি পুরী পাদের আগমনের কারন জানিতে পারিলেন্ । চন্দন কাষ্ঠের সবি প্রকার সুব্যবস্থা করাইআ পুরী পাদের ফিরবার পথের একটা সনন্দ লিখে দিলেন্ । সাথে কয়েকজনা বাহক পাঠাইলেন্ । নীলাচল থেকে বৃন্দাবন যাত্রা করিতে শ্রী পাদ মাধবেন্দ্র রেমুনায় এসে শ্রীগোপিনাথ মহাপ্রভুকে দর্শন করিলেন্ । সকল সেবক ব্রান্ধন মাধবেন্দ্র পুরীকে অপার সম্মান প্রদর্শ্রন করিলেন্ । তথায কয়েক দিন থাকার্ নিবেদন করিলেন্ । মাধবেন্দ্র শ্রীগোপিনাথ দর্শন লোভে থাকায় সম্মতি হইলেন্ ।

সেই রাত্রিতে মাধবরন্দ্র পুরী স্বপ্ন দেখলেন্ । শ্রীগোপাল স্বপ্নেআদেশ করিলেন - পুরী, কষ্টকরে তোমাকে আর গোবর্দ্ধনের

নিকটে আসিতে হইবেনা । আমি আর গোপিনাথ এক অভিন্ন । গোপিনাথের শ্রীঅংগে তুমি চন্দন লাগাও । তাই আমার অঙ্গের জ্বালা শান্ত হইবে। প্রভাতে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী সেবক দিকে জানাইলেন্ । গ্রীষ্ম কাল। গোপিনাথ চন্দন পরিবেন্ । শুনিয়া সেবকগন পরম আনন্দ হইলেন্। সেবকদের পুরীপাদ চন্দন দিলেন্। সেবকরা চন্দন ঘর্ষনকরে শ্রীগোপিনাথের শ্রীঅঙ্গে লেপন করিলেন্ । ওই দিনটি ছিল বৈশাখ মাসরে সংক্রান্তি , পহিলা বৈশাখ। ওই দিনথেকে জ্যেষ্ঠ মাসের ১২দিন পর্য্যন্ত ৪২ দিন শ্রীগোপিনাথর শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করিলেন্ । অদ্যাবধি ঐ চন্দন সেবার পরম্পরা চলিতেছে । বেশাখ শুক্ল ৩য়া (অক্ষয় তৃতীযা) আর চন্দন পূর্ণ্নিমা দুইদিন শ্রী গোপিনাথের পূর্ণ্নাবয়বে চন্দন লগানহইতেছে । মাত্র অন্য ৪০দিন বক্ষ পর্য্যন্ত লগান হয় ।

বর্ষা ঋতুর আগমনে মাধবেন্দ্র বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন্ । মদ্যে মদ্যে শ্রীপাদ পুরী রেমুনা আসেন্ । ইহার একটা পাদুকা (খডম্) এইখানে ছিল । একজনা ভক্ত ঐ পাদুকা রেখে পূজো করিতেছিলেন্।

শ্রীকৃষ্ণলীলায় ইনি ঐ শ্রীকৃষ্ণের দূতী পৌর্ণমাসী ছিলেন্ । শ্রীপাদ পুরীর অন্তিন জীবন রেমুনায় অতিক্রান্ত হয় । শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর আবির্ভাব ও তিরোধানের সঠিক্ সাল ও তারিখ সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন প্রমান নেই । শ্রীমান্ মহাপ্রভু গৌর সুন্দরের যখন ষোল বচ্ছর বয়স তখন পুরীপাদ নিত্যলীলা প্রবিষ্ট হয়েছেন্ । শ্রী অষ্ট প্রকাশ গ্রন্থে ও শ্রীচৈতন্য চিরামৃতের মতের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগন ব্যাসযোগী চরিত্র গ্রন্থে বলাহয়েছে - বেশাকী চন্দন পূণ্নর্মি তিথিতে শ্রীপাদ পুরী গোস্বামীর তিরোধান হয়েছিল । অষ্টত প্রকাশে উল্লেখ হয়েছে - পুরীপাদ চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে দ্বাদশী তিথিতে অপ্রকট হয়েছিলেন্ ।

রেমুনায় পুরীপাদের পরমভক্ত শিষ্য ঈশ্বরপুরী তাহার সেবা করেন্। স্বহস্তে যত্নের সহিত পুরীর সেবা দেখিয়া শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী অতিশয় সন্তোষ হইলেন্। তাই আশীর্বাদ দিলেন্ - তোমার্ কৃষ্ণে মতিরস্তু। এই ভবে পুরীপাদ প্রকট হইলে ঈশ্বরপুরী স্বহস্তে তাহাকে সমাধি দিয়েছিলেন্। ঈশ্বরপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর কাষ্ঠ পাদুকার সেবা করিতেন্। মাধবেন্দ্রর স্থূল সমাধি আর পাদুকা অদ্যাবধি শ্রীগোপিনাথের মন্দিরের অনতিদূরে শ্রীল মাধবেন্দ্র সিদ্ধাশ্রমে বিদ্যমান আছে।

পুরীপাদের সমাধিপীঠের পূর্ণসংস্কার ১৯৪৮, ইং মার্চ্চ মাসের ২য় সপ্তাহে হয়েছিল। শ্রীপাদের নতুন মূর্ত্তি পশ্চিম বঙ্গের ব্যারেক্ পুরের শ্রী নিতাই গৌর সেবাশ্রমের আনুকুল্যে স্থাপন হয়েছে। এখন সমাধিপীঠর দায়িত্ব শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথ মন্দিরের ট্রষ্ট বোর্ড় সম্পাদন করিতেছেন্।

●●●

তৃতীয় অধ্যায়

ক্ষীরচোরা গোপীনাথ -

পুরান প্রসিদ্ধ শ্রী শ্রী ক্ষীরচোরা গোপীনাথ এখন বালেশ্বর জেলার রেমুনা ধামে বিরাজমান করিয়াছেন্ । স্বয়ং ভগবান দ্বারা ত্রেতাযুগে লিখাহয়ে মাতা জানকীর কর স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়েছিলেন্ । ইনি দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণলীলার একটা প্রতিক হন্ । উত্কল নরপতি লাঙ্গুলা নরসিংহ দেব ঐ মূৰ্ত্তিকে উদ্ধারকরে রেমুনায় প্রতিষ্ঠাকরেন্ । তখন্ রাজমহিষী নাম রখিলেন্ শ্রীগোপিনাথ । তারপর ভক্ত মাধবেন্দ্র পুরীকে ক্ষীর লুকাইয়া দিলেন্ তাই নাম হইল ক্ষীরচোরা গোপীনাথ । মন্দিরের সিংহাসনের মাঝখানে শ্রী গোপীনাথ বামে শ্রীগোবিন্দ আর দক্ষিনে শ্রী মদন মোহন বিরাজমান করেছেন্ । অপরদিকে অনেক ছোট ছোট মূৰ্ত্তি পূজো হইতেছেন্ ।

প্রত্যেকদিন মন্দিরে অষ্টকালীন আরতী সময়ে নানারকমের ভোগ লগান হয় । সপ্তাহে (অদিনে) বার অনুসারে বস্ত্র পরান হয় । এখানে বৈশাখ সংক্রান্তী থেকে আরম্ভ করে ফালগুনে দোলপূর্ণমা পর্য্যন্ত সমস্ত উত্সব পালন করাহয় । শ্রী গোপীনাথের ক্ষীরভোগ অমৃতকেলী পৃথিব বিখ্যাত ।

গার্গেশ্বর মহাদেব -

শ্রীগোপীনাথ মন্দিরের অনতিদূরে উত্তর দিকে সপ্তশরা নদীর তটবৰ্ত্তী স্থানে পুরান প্রসিদ্ধ শ্রী গার্গেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে । গর্গমুনির নামানুযায়ী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নাম রাখিয়াছেন্ গার্গেশ্বর । ঐ

শক্তি (লিঙ্গ) পাতাল থেকে স্বয়ং বেরিয়েছেন্ । মন্দিরে ভেতরের গভীরতা ৬ ফুট্ । ঐ মন্দির অসুর রাজ বানাসুরের দ্বারা নির্মিত হয়েছে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে । পরম শিব ভক্ত বানাসুর ৫শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেছেন্ এবং প্রতিদিন প্রভাতে ঐ পঞ্চলিঙ্গ দর্শনআর পূজন করেন্ । শ্রী গার্গেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের পশ্চিমে লাঙ্গুলা নরসিংহদেব একটা পুস্করনী খনন করেছেন্ । ঐ পুষ্করিনী গার্গেশ্বর মহাদেবমন্দিরের অধীনে আছে । প্রত্যেক বচ্ছর শিব চতুদ্দশীতে অনেক ভক্তগনের সমাগম হয় এবং শিবরাত্রী উত্সব পালন করেন্ ।

শ্রী রামচণ্ডী -

শ্রী শ্রী গোপীনাথ মন্দিরের সামান্য দূরে উত্তর পশ্চিমে শ্রী শ্রী রামচণ্ডী মাতার মন্দির আছে । প্রথমে নামছিল শ্রীচণ্ডী । ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র চণ্ডী মাতার পূজা করেন্ তাই নাম রামচণ্ডী হইআছে। এখন্ শ্রীরাম চণ্ডী পরম বৈষ্ণবী হয়েছেন্ । বৈশাখ সংক্রান্তীর দিন প্রত্যেক বচ্ছর এখানকার প্রসিদ্ধ উড়াযাত্রা হয় । ঐ উত্সবে অনেক ভক্তের সমাগম হয় । এই গ্রামের নাম চণ্ডীসাহি বা চণ্ডীমণ্ডল এবং হাটের্ নাম্ চণ্ডীহাট্ । শ্রীরাম দাস বাবাজীর শিষ্যানুশিষ্য শ্রী রবীন্ রাহা মায়ের মন্দিরে নাট মন্দির খানি ১৯৮৪ ইং. তে নির্মান করাইয়াছেন্ ।

সপ্তশরা নদী -

শ্রী গোপীনাথ মন্দিরের পশ্চিমে মন্দিরথেকে মন্দারপুর গ্রাম পঞ্চায়ত দিকে একটা রাস্তা গেছে । ঐ রাস্তায় গেলে সপ্তশরা নদীর অবশেষ দেখাযাএ । কিন্তু কিছুটা পূর্বদিকে নদীর ধার বর্ত্তমান আছে ।

ত্রেতাযুগে ভগবান শ্রীরাম রাবন্ বধের পর অযোদ্ধা প্রত্যাবর্ত্তন পথে সীতাদেবী আউ লক্ষ্মনের সঙ্গে রেমুনাতে বিশ্রাম করেছিলেন্ ।

ঐ রাত্রিতে মাতা সীতা দেবী রজ:স্বলা হন্ । শ্রীরাম বধ্যহয়ে সেখানে ৪দিন অবস্থান করিলেন্ । চতুর্থ দিবসে সীতাদেবীর প্রবাতে স্নান করিবার ইচ্ছা জাগ্রত হইল । মাত্র সেখানে কোনো নদী অথবা নির্ঝর ছিলনা । সীতাদেবীর একান্ত অনুরোধ ভগবান শ্রীরাম সপ্তবার শর সন্ধান করে সাতটি স্রোতের সৃষ্টি করাইলেন্ এবং মাতা সেই স্রোতে স্নান করিলেন্ । সেদিন থেকে নদীর নাম সপ্তশরা হয়েছে । এখানে এক মন্দির আছে । তার মধ্যে শ্রীরাম বনবাসে জাবার সময়ে এখানে বিশ্রাম করেছিলেন্ ।

মাধবেন্দ্র পুরী মঠ -

ভক্ত শিরোমনি শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী যার জন্যে প্রভু গোপীনাথ ক্ষীর চুরী করে দিয়া ক্ষীরচোরা গোপীনাথ হয়াছেন্; তাহার অন্তিম জীবন এইখানেই ব্যতীত হয়েছিল । অন্তিম সময়ে এই স্থানে অবস্থান করিবার সময় তাহার প্রিয়শিষ্য স্বহস্তে অনেক সেবা করেছিলেন্ । পুরী পাদের অপ্রকট হওয়ার পর তাহার মর শরীর কে সমাধি দিএছেন যদীয় কাষ্ঠ পাদুকা বিদ্যমান এবং অদ্যাবধি তার পূজা হইতেছে ।

শ্রীপাদের প্রতিমূর্ত্তী ঐ সিদ্ধাশ্রমে আছে । আশ্রমের দায়িত্বে থাকা সন্যাসী মহন্ত কে মহারাজ বলাহয় । প্রত্যেকদিন মঠে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা আর শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত তথা শ্রী চৈতন্যভাগবত পাঠহয় । পুরীপাদের প্রয়ান তিথিতে এখানে মহোত্সব হয় ।

●●●

চতুর্থ অধ্যায়

পরম ভক্তবৃন্দ -

বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির ধারা সর্বপ্রথমে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর মাধ্যমে প্রচাহিত হয় । অথবা অতিশয মাধুর্য্যপূর্ণ্ণ ব্রজলীলার স্বরূপ তার পূর্ণ্ণ পরিনতি ভক্তি কল্পতরুর নবাঙ্কুর শ্রীপাদর মাধ্যমেকলি যুগের উদ্ধাতা শ্রী শ্রী গৌর সুন্দর স্বরূপ প্রেমবৃক্ষে পরিনত হইয়া জগতে প্রেমফল প্রদান করিয়াছে ।

শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী -

অখিল জগতের আদিগুরু শ্রীমন্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর গুরু হন্ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী । তিনি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর প্রিয়শিষ্য ছিলেন্ আমরা পূর্বে প্রকাশ করেছি । তাহাঁর বাল্যকাল সম্বন্ধে কোনো সঠিক্ তথ্য নেইঁ । ইনি বৈদিক ব্রাহ্মন কুলে বৈশাখ পূর্ণ্ণিমা তিথিতে আবির্ভাব হন্ । শ্রী কুমারহট্টে অধুনা হালি সহর গ্রামে শ্রীপাদের আবির্ভাব হয়েছিল । তাঁর পিতার নাম শ্রীল শ্যামসুন্দর আচার্য্য । প্রথম জীবনে ইনি সংস্কৃতি শাস্ত্রাধ্যয়ন করে বেদ বেদান্তআদি সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন ।

শ্রীপাদ শ্বরপুরী সর্বস্বত্যাগ করে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শরণে এসে শ্রী চরনামিশ্রিত হইলেন্ । কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুদেবের সেবা করিতে লাগিলেন্ । কি প্রকার সেবাতে শ্রীগুরুকৃপা লাভ হতেপারে তার যেই কৃপালাভ করিয়া মূঢ বদ্ধজীব

সংসারে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া এবং শ্রীরাধা গোবিন্দের চির শ্বাসত সেবাসুখ লাভের্ অধিকারী হতেপারে তাহা শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী ঐ রেমুনাতে জানাইআ দিযেছেন্ ।

শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী ১৪৩৩শকে অর্থাত্ ১৫১১খ্রীষ্টাব্দে শ্রীগৌর ফালগুনী কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে পার্থিব লীলা সম্বরন করেছিলেন্ ।

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী পাদের প্রমান স্বরূপ সেখানকার বড় স্বামীর সমাধি আছে । শ্রীরাম কৃষ্ণ মিশনের স্বামী শ্রী জগদীশ্বরানন্দ মহারাজের মতে শ্রীধর স্বামী কৃতি সুবোধনী টীকা সবারচেয়ে ছোট, সরল, সারগর্ভক আর পঠনের যোগ্য ।

উত্কেলর এস্.কে. দে র মতে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, শ্রী ঈশ্বরপুরী এবং শ্রীধর স্বামী শঙ্কর পন্থী ছিলেন্ । অদ্বৈত মতের সঙ্গে ভাগবতে প্রেম ভক্তি মতের সমন্বয় করে গেছেন্ । ভক্তি জ্ঞানের্ প্রচার উহার লক্ষ ছিল ।

ওড়িশার ভক্ত কবি জয়দেব আচার্য্যের ভক্তি ভাগবতমাহাত্ম্য এবং ভক্তি কৈবল্য গ্রন্থথেকে জানাযাএ শ্রীধর স্বামীর প্রভাব ওড়িশার লোকে দের উপর ছিল ও রেমুনার ক্ষীরচোরা গোপীনাথের দ্বারা অনেক প্রভাবিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অথর্ব বেদী ব্রাহ্মনগনের দ্বারা মদ্য প্রভাবিত হয়ে ছিলেন্ । শ্রী নাভাজী কৃত হিন্দী ভক্তমানের বার্ত্তিক প্রকাশ থেকে জানাযাএ শ্রীধর স্বামী একসঙ্গে ধনী, ভদ্র গৃহস্থ ছিলেন্ । আগ্রাথেকে বাড়িতে ফিরার সময় কিছু বাকাত্ উহার জীবন সংহার করিতে চেষ্টা করিলেন্ । তখন্ শ্রীধর ধনুর্বান্ধারী শ্রী রঘুবীরকে স্মরন করিলেন্ এবং শ্রীরঘুবীর ধনুর্বান ধরে তাহাকে নিরাপদে আপনার বাড়িতে পৌঞ্চাইয়া দিলেন্ ।

তারপর উহার মনে প্রবল ভক্তিভাব সঞ্চার হইল এবং বৈরাগ্য উদয় হইল । কয়েকদিনের পর তাহার ধর্ম পত্নী সদ্য এক সিশু পুত্রকে জন্ম দিলেন্ । শ্রীধর স্বামীর হৃদয়ে স্ত্রী পুত্রাদির জন্য সামান্য অনুরাগ

ছিলনা । তিনি তত্ক্ষন সবকিছু ত্যাগ করিলেন্ । ওই শিশুপুত্র বড় হয়ে অগাধ পাণ্ডত্যরে অধিকারী হইলেন্ ও মহাকবি ভট্টিনানে প্রসিদ্ধিলাভ করেন্ ও ভট্টিকাব্য রচনা করেছেন্ ।

শ্রীধর স্বামী নাম ছিল যতিশ্রীধর স্বামী । ইনি শ্রীমাধবকে স্বয়ং ভগবান জেনে ছিলেন্ । মায়াবাদীগন্ ব্রহ্মকে বাহিরের তত্ত্ব বোলে স্বীকার করেন্ ও শ্রীধর শ্রীবিগ্রহের সনাতনত্ব ও অপরিমেয় তত্ত্বকে স্থাপন করেছেন্ ।

শ্রীধর স্বামীর জন্ম তারিখ এমনকিছু সঠিক্ নেই । বড় লোকেরা নিজের কিছু প্রমান রাখেন্না । গোবর্দ্ধন পীঠের সঙ্করার্য্য পরম্পরায় ৪জনা শ্রীধর স্বামীর নাম উল্লেখ আছে । শ্রীধর স্বামীর জন্ম সময় অনুযায়ী ইনি প্রাযত: ১১৬তম সঙ্করাচার্য্য বলিয়া অনুমান হয় । ওড়িশার ঢেঙ্কানাল জেলার কপিলাসে উহার একটা আশ্রম আছে । সেখানে সাধনা কালে তিনি শ্রীমদ্ ভগবতগীতার সুবোধিনী টীকা আর শ্রীমদ্ ভাগবতের ভাবার্থ দীপিকা টীকা লিখে ছিলেন্ । যাহাকি আজ সমগ্র বিশ্বে মান্যতা লাভ করেছে ।

শ্রীধর স্বামী বাস্তবিক্ রেমুনা অন্তর্গত ময়ুরগ্রাম নিবাসী । ইনি শ্রী নৃসিংহ দেবের উপাসক ছিলেন্ । বৈষ্ণব সন্যাসী শ্রীল পরমানন্দ পুরী থেকে রেমুনায় প্রথম দিক্ষা গ্রহন করেছিলেন্ । অতএব উহাঁ কে বিষ্ণু সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব বলাযায় । উড়িশার ভক্ত কবি জগন্নাথ দাসের শ্রীমদ্ ভাগবত আর শ্যামানন্দ প্রকাশ থেকে জানাযায় শ্রীধর স্বামীর জন্ম ১৩০০খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৪০০খ্রী. মধ্যে পবিত্র মাঘ সপ্তমী তিথিতে হয়েছিল । তিনি কে বল দ্বৈতবাদ খণ্ডন করে শুদ্ধাদৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন্ । শ্রীধর শ্রীক্ষীরোচরা গোপীনাথের অশেষকৃপা লাভ করেছিলেন্ ।

শ্রী শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষন -

ত্রিকালদর্শী ভক্তের অবতার নিএ ঠাকুর শ্রীল শ্যামান্দ প্রভু রেমুনায় এসে শ্রী মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ভেবে ভেবে শিষ্য বেদান্তাচার্য্য বৈষ্ণব কুলের মুকুট মনি, উত্কল ভূষন শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষনের আবির্ভাব সূচাইয়াছিলেন্ ।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষনের জন্ম ১৭৩০ খ্রী. মধ্যে পবিত্র রাক্ষীপূর্ণমাি তিথিতে হয়েছিল । শ্রীধাম রেমুনার শ্রীগোপীনাথ মন্দির সন্নিকট কুঙ্কুমশূলী মৌজার পরিক্ষিতপুর শাসনের ব্রাহ্মন পরিবারে ইনি আবির্ভাব হয়েছিলেন্ । এখন বলদেবের জন্মস্থানে গ্রাম বা বসতি নেই ; তথাপি তার জন্মভিটার নাম বলদেব বাড়ি প্রসিদ্ধি আছে। তাহার তিরোভাব প্রায়: গঙ্গাদশহরার দিনে হয়েছিল। ইনি পতি পদবী সমন্বিত যদুবেদীয় ব্রাহ্মন ছিলেন্ ।

শ্রী শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষন পরম ভক্ত ছিলেন্ । কদাপি তাহার মনে প্রতিষ্ঠার লালসা ছিলনা । মাত্র প্রতিষ্ঠার স্বভাব ঐ জগতে বিদিত ।

যেনাইছে তার হয় বিধাতা নির্মিত বহু অমূল্য গ্রন্থ রচনা করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তথা মানব জাতির মহান্ উপকার করিয়াছেন্ । শ্রীল বিদ্যাভূষেনের নামস্মরন করামাত্র তদীয় অনবদ্য কৃতী শ্রী গোবিন্দ ভাষ্য স্বত: স্মরন পথিগত হন্ ।

শ্রী বলদেব চিলিকা হ্রদের অপর পার্শ্বে বিদ্বান গনেষর বসতিস্থলে কাব্যালংকার ব্যাকরনাদি অধ্যযন করেন্ এবং তারপর মহীশূরেগিয়ে ন্যায় তথা বেদান্ত শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন্ । তধ্যানীন্তন তত্ত্ববাদী দিগের মঠে গিয়ে তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহন করেন্ এবং তত্ সম্প্রদায়ভুক্ত হন্ । তারপর তিনি সন্যাসগ্রহন করে । শ্রী পুরুষোত্তম

ক্ষেত্রস্থ তত্কালীন পণ্ডিত মণ্ডলীকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাস্ত করে তত্ত্ববাদী মঠে অবস্থান করেন্ । কিছুকাল অন্তরে তিনি শ্রী রসিকানন্দ মুরারীর প্রশিষ্য বৈদিক ব্রাহ্মন পণ্ডিত রাধাদামোদরের নিকটে ষট্সন্দর্ভাদি গোস্বামী গ্রন্থ সমূহ অধ্যয়ন করেন্ ও গৌঢ়িয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া শ্রীরাধা দামোদরের শিষ্যত্ব গ্রহন করেন্ । তারপর শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন করে শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হন্ ।

কিছুদিন শ্রীগুরু সান্নিধ্য লাভকরে গৌটীয় বৈষ্ণব দর্শনে পারদর্শী হওয়ার আশায় শ্রী শ্রী গুরুদেবের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন্ এবং শ্রীধাম বৃন্দাবনে শশ্মেত্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর নিকটে আগমন করেন্ । শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদ বলদেবের বিনয়, বৈরাগ্য আর স্বাধ্যাযশীল ভাব দর্শনে অতিশয় প্রীতি হয়ে তাহাঁকে নিকটে রেখে গৌড়ীয় অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ সম্বন্ধে শিক্ষাদিতে লাগিলেন্ । গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে বলদেব ভক্তমত প্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন্ ।

সেই সময় জয়পুর(রাজস্থান) রাজদরবারে গৌড়ীয় সম্প্রদায় সম্পর্কেশ্রী রামানুজ সম্প্রদাযের সঙ্গে এক বিরোদ্ধ উপস্থিত হইল । জয়পুরের রাজা গৌড়ীয় সম্প্রদাযের শিষ্য ছিলেন্ । শ্রীরামানুজ সম্প্রদায় রাজাকে বলেন্ - গৌড়ীয় সম্প্রদায় প্রখ্যাত চার সম্প্রদায়ের বহির্ভূত ; এবং ঐ সম্প্রদায়ের পরি পোষক কোনো স্বতন্ত্র বেদান্ত ভাষ্য নেই । অতএব এই সম্প্রদায়ের রাজা তত্ক্ষন ঐ সম্বাদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদের নিকটে প্রেরন করেন্ এবং স্বতন্ত্র বেদান্ত ভাষ্য সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন্ এবং জদিথাকে অতিশিঘ্র জয়পুরে শ্রী সম্প্রদায়ে পণ্ডিতগনের সম্মুখে উপস্থাপন করিতে আহ্বান করিলেন্ । শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ তখন অতিশয় বৃদ্ধ । এতদূর দুর্গম পথ অতিক্রম করে রাজদরবারে প্রবেশ অসমর্থ ছিলেন্ তাই অতিশয় চিন্তাগ্রস্থ হইলেন্ । তিনি তাঁর সুযোগ্য শিষ্য বলদেবকে

জয়পুরে পাঠালেন্ । বলদেব সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত পারঙ্গম ছিলেন্ ।

শ্রীপাদ বলদেব শ্রী সম্প্রদায়ী পণ্ডিতগনকে বলিলেন - শ্রী মহা প্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শ্রীমদ্ ভাগবতে অকৃত্রিম বেদান্তভাষ্যাবলে স্বীকার করেছেন্ ; তার প্রমান শ্রীল জীব গোস্বামী কৃত ষট্ সন্দর্ভ। তাতে শ্রী সম্রদায়ী পণ্ডিতগন আপত্তিতুলিলেন্, সাক্ষাত্ বেদান্ত ভাষ্য ব্যতীত আমরা আর কোনো প্রমান গ্রহন যোগ্য মনে করিনা । তাতে শ্রীপাদ বলদেব বিষর্ষ্ণ মানসে কোনো উপায় না দেখিয়া তাদিকে স্বতন্ত্রভাষ্য দেখাইবেন্ বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন্ । বিষর্ষ্ণ মানসে শ্রী গোবিন্দ জীউর মন্দিরে এসে শরনাপন্ন হইয়া দু:খ নিবেদন করিলেন্ । সকল দু:খ হারী শ্রী গোবিন্দ রাত্রি শেষে বললেন্ - হে প্রিয় বলদেব; তুমি নূতন করে বেদান্ত ভাষ্য রচনা কর । তাহা আমার সম্মত ভাষ্য হইবে । কেউতাকে অগ্রাহ্য করিতে পারবেনা । আবার পুনরাদেশ করিলেন্ কুরু কুরু । মাত্র শ্রীপাদ বলদেব এই অস্পষ্ট শব্দ পাইয়াও তথায় পড়ে রইলেন্ । আবার আদেশ হইল - কুরু কুরু তবভবিষ্যতি । এবারও বলদেব সংশয়াচ্ছন্ন চিত্তে পূর্ববত্ পড়ে রহিলেন্ । আবার পুনরাদেশ হইল - ব্রহ্ম সূত্রানি ব্যাক্ষে, তদ্ভাষ্যং তে সেত্স্যতি । এবার শ্রীপাদ বলদেব শ্রী গোবিন্দের আশীর্বচন স্পষ্ট শুনতে পারিলেন্। আদেশ পেয়ে তত্ক্ষনাত্ সেইস্থানে বসে শ্রীগোবিন্দের শরনাপন্ন হইয়া ভাষ্যরচনা করিয়া শ্রী গোবিন্দর শ্রীচরনে উত্সর্গ করিলেন্ আর শ্রীগোবিন্দের ইচ্ছানুযায়ী লিখিতে আরম্ভ করিলেন্ । শ্রীগোবিন্দ পাদপদ্ম ধ্যান করে এক মাসের মধ্যে সমগ্র ব্রহ্মসূত্রের শ্রীগোবিন্দ আশীর্বাদপূত ভাষ্য রচনা করিলেন্ । জয়পুরের গলতা নামক স্থানে এই ভাষ্য রচনা সম্পূর্ণ হৈল । এই ভাষ্যের নাম হল শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য । তাতে শ্রীগোবিন্দর স্বাক্ষর ছিল । শ্রী সম্প্রদায়ী পণ্ডিত গন এই ভাষ্যের নতমস্তকাবনত করেছিলেন্ এবং শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষন

উপাধিপ্রাপ্ত হইলেন্ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে বিজয় ধ্বজা উড়াইলেন্ ।

শ্রী সম্প্রদায়ী অনেক পণ্ডিত শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষনের শিষ্যত্ব গ্রহন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন্ মাত্র বলদেব কাহাকেত শিষ্য রূপে গ্রহন করিলেন্না । এই ভাষ্য শ্রী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অচিন্ত্য উদভাবের উপর আধারিত । শ্রীপাদ বলদেব শ্রী শ্যামানন্দ প্রভুর ৪র্থ অধস্তন এবং শ্রীরাধা মোহন গোস্বামীর শিষ্য হন্ ।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষন আরও ২৪খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন্ । বিশ্ববিখ্যাত্ শ্রী সম্প্রদায়ী পণ্ডিতগনের দ্বারা বিদ্যাভূষন উপাধি ভূষিত এই কৃতী সন্তান কে ওড়িশা চিন্তে পারেনাইঁ । এই পরম পরিতাপের বিষয় ।

শ্রী শ্রী রসিকানন্দ প্রভু -

ওড়িশার সৌভাগ্যাকাশে অজ্ঞান তমোনাশনকারী ভাস্কর রূপে শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর অভ্যুদয় হয় খ্রী.১৫৯০ কার্ত্তিক শুক্লা প্রতিপদতিথি রবিবারে । সুবর্ণরেখা নদীর তটবর্ত্তী রোহণী গ্রামে শ্রী অচ্যুতানন্দ দেব পট্টনাযক নামে জনৈক সম্ভ্রান্ত করন বংশীয় জমিদারের সুপুত্র হন্ । মাতার নাম ভবানীদেবী । বাল্যনাম ছিল রসিক মুরারী ।

রসিক মুরারী বাল্যকাল থেকে কৃষ্ণভক্ত ছিলেন্ । উহার হরেকৃষ্ণ মন্ত্রদাত্রী ছিলেন দয়াল দাসী । শিক্ষক বাসুদেবের কাছে বিদ্যা শিক্ষা করেন্ । শ্রী জগন্নাথ মিশ্র এবং হরিদুবের কাছে থেকে ভাগবত শিক্ষা করেন্ । রসিকের মন জমিদারীতে ততটা লাগিতনা । পিতা হিজলী(মেদনাপুর)র জমিদার শ্রী বলভদ্র দেবের কন্যা ইচ্ছামতীর সঙ্গে বিবাহ করাইয়া দিলেন্ । পিতার আদেশমতে রসিক মুরারী ঘণ্টশিলার জমিদারী দেখাশুনা করিতেন্ । তখন্ তার বয়স

মাত্র ১৮বচ্ছর । তথায় তিনি স্বপ্নাদেশ পেয়ে শ্যামানন্দ প্রভুর অপেক্ষায়ছিলেন্ । এবং শ্যামানন্দ প্রভুর থেকে কৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা গ্রহন করিলেন্ । তারপর রসিক মুরারী শ্রীধাম বৃন্দাবন গেলেন্ । বৃন্দাবন হইতে ফিরে রসিক স্ত্রীপুত্র কে নিয়ে গোপীবল্লভপুরে রেখেছিলেন্ ।

গুরুদেবের নির্দ্দেশমতে রসিকানন্দ ময়ুরভঞ্জে ধর্ম প্রচার করিতে গেলেন্ । ময়ুরভঞ্জের তত্কালীন মহারাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জকে শাস্ত্রালোচনায় পরাস্ত করিলেন্ । তাতে রাজা এবং রাজভ্রাতা রসিকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহন করিলেন্ । দীক্ষা গ্রহন করে তার এবং শ্রীকৃষ্ণের একটি সুন্দর বিগ্রহ রসিকানন্দ প্রভুকে তথায় প্রাপ্তি হইল । শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু ভক্ত বিগ্রহের নাম শ্রীগোপাল বল্লভ রাখিলেন্। এখন্ এই বিগ্রহ শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে রাধারানীর সঙ্গে পূজিত হইতেছেন্ ।

জঙ্গলের পথে একদা শিষ্যদের সঙ্গে যাবার সময় এক মত্ত দুর্দ্দান্ত হস্তীকে কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করিয়া শান্ত করেছিলেন্ এবং উহার মাধ্যমে অন্য ভক্তগনের সঙ্গে নদীতে যাবার সময় নৌকাটি ভারসাম্য হারিয়ে ওলটে পড়িল । মাত্র তাহার নির্দ্দেশে হরিবোল ধ্বনিতে সব্ ভক্তরা বেঁচে গেলেন্ ।

গ্রীষ্ম কালে উহার আদেশে জলেরধারা ঘাটের কাছে আসত । তথা বিষম বৃষ্টি ও বাতাস ও উহার আদেশে থেমে যাইত । ইনি গুরুর আদেশে ময়ুরবঞ্জের রাসউত্সব সমাপন করিয়া শিষ্যদের গহনে উত্কলে হরিনাম প্রচারে এসে ছিলেন্ । এখান্কার তত্কালীন সুবেদার অহম্মদবেগের আদেশে এক বন্য মত্তহস্তী কে আয়ত করে নিজের ক্ষমতা জানাইয়াছিলেন্ । রাসগোবিন্দপুরে বালিআর দুর্দ্দান্ত জমিদার ভূয়াঁ কে দীক্ষা প্রদান করিছিলেন্ । তারপর নীলাচলে যাবার পথে রেমুনা তে পোঁচে গোপীনাথ কে নাদেখে ম্রিয়মান হয়েছিলেন্ ।

আবার ওই রাত্রিতে গোপীনাথ উহাকে স্বপ্নাদেশ করিলেন্ লোকেরা উহাকে চণ্ডীদেবী আখ্যাদিয়ে পূজা করিতেছেন্ । তাদের থেকে উদ্ধার করে এনে স্নান মার্জনাদি করারপর জানাগেল ইনিই শ্রীগোপীনাথ । তাই এই বিগ্রহের পুন: প্রতিষ্ঠা করাহইল ।

মুরারীর আদেশে উহার শিষ্য ময়ুরভঞ্জের রাজা রঘুনাথ ভঞ্জ এখনকার মন্দির নির্মান করাইয়াছেন্ । কেন্দুঝরের রাজা এবং তিহিড়ির সামন্তরাজা তথা বালেশ্বরের কয়েকজন জমিদার ঐ কাযে সাহার্য্যে করিছিলেন্ । মুরারীজী এদের সাহায্যে বৃন্দাবন থেকে শ্রীগোবিন্দ জীউকে এনে স্থাপন করার পর শ্রী নীলাচল গিয়েছিলেন্ ।

একবার রথযাত্রার সময় রসিকানন্দ শ্রীধাম নীলাচল যাইতেছিলেন্ । পথে বিলম্ব হইল । তাই জানতেপারে শ্রীজগন্নাথ দেবের রথ পথে আটকে গেল । দৈব আদেশ পেয়ে গজপতি মহারাজা রসিকানন্দকে আঠারনলা থেকে সম্বর্দ্ধনা করে নিয়ে গেলেন্ রসিকানন্দের করস্পর্শ মাত্রে রথ পূর্ব্বত চিলিল । মহারাজার ফুলতোটা এখন্কার কুঞ্জমঠ সন্নিকট স্থানে গজপতি মহারাজাকে স্বপ্নাদেশ ক্রমে শ্রীক্ষীরিচোরা গোপীনাথের দায়িত্ব মহারাজাকে প্রদান করিলেন্ ।

শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু -

বর্ত্তমান পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর থেকে ৩কি.মি.দূরে ধারেন্দাবাহাদূরপুর গ্রামে ১৪৫৬ শকে ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে চৈত্র পূণর্নিমা তিথীতে জন্ম হয়েছিলেন্ । পূর্বে ওই গ্রাম উত্কলে ছিল । পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল । মাতার নাম দ্বারীকাদেবী ।জন্ম নাম ছিল দুখিআ । ইনি জাতিতে গোপল ছিলেন্ । দুখিআর জন্মের

পর পিতা দণ্ডেশ্বর গ্রামে বসতি করেন্ । তাও তখন্ উত্কলে ছিল।

শ্রী হৃদয় চৈতন্য ঠাকুর থেকে দোল পূর্ণমির দিন দুখিআ দীক্ষা গ্রহন করিলেন্ । দীক্ষা নাম হইল দুখিকৃষ্ণ দাস । শিক্ষাগুরু শ্রীল জীব গোস্বামী নির্দ্দেশে ইনি সেবার অধিকার পেয়েছিলেন্ । একদা কুঞ্জস্থল মার্জনরত সময়ে শ্রীরাধারানীর বাম পায়ের নুপুর পেয়েছিলেন্ । ললিতা সখী তার নাম রাখিলেন্ শ্যামানন্দ । বিশাখা সখী তার পূর্ব পরিচয় জানাইয়া তার পূর্বনাম কনকমঞ্জরী ছিল বোলিয়া জানাইলেন্। সখী ললীতা এর ললাটের তিলকে বিন্দু (নুপুরের সঙ্কেত) স্বয়ং দিয়েছিলেন্ । তার আদেশ শ্যামাইনন্দ প্রভু ওড়িশায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিতে এসেছিলরন্ । ইনি দুটি বাঘকে হরিনাম দিক্ষা প্রদান করেছিলেন্ । বৃন্দাবনের শ্রী মদন গোপালের স্বপ্নাদেশ পেয়ে পূর্বের রসিক মুরারীকে শ্যামানন্দ প্রভু শিষ্য রূপে গ্রহন করেছিলেন্ ।

রসিকানন্দের বন্ধু দামোদর পণ্ডিতকে হারাবার পর সপরিবার উহার শিষ্যত্বগ্রহন করিলেন্ । উহার ১৩জনা শিষ্যের মধ্যে একজনা নারী শিষ্যত্ব গ্রহন করে ছিলেন্ । শ্যামানন্দ প্রভু শিষ্য রসিকানন্দ এবং দামোদর কে হরিনাম, ভক্তিধর্ম প্রচারে আদেশ দিয়েছিলেন্ । প্রভুশ্যামানন্দ জীবনের অন্তিম কালে নিজের ৩পত্নীকে একত্র করিয়া কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তনে কালাতিপাত করিতেছিলেন্ । হরিপ্রেমে উহার শরীরে সাত্ত্বিক বিকার স্মৃত: হইতেছিল ।

শ্যামসুন্দরপুরে নিজের গুরুদেব শ্রীল হৃদয চৈতন্য ঠাকুরের আরাধনা উত্সব শেষে শ্যামানন্দ প্রভু গোবন্দিপুরকে গেলেন্ । অন্তিম সময় সন্নিকট জানিয়া শিষ্য রসিকানন্দ প্রভুকে উত্কলে প্রভু মহিমা প্রচার ও কীর্ত্তেনর ইচ্ছা জানাইতে তারা নৃসিংহপুরকে আসিলেন্ । সেখানে দীর্ঘ ৪মাস ধরে শরীর অসুস্থ হইল । আরও

শারিরীক স্বাস্থ্যবস্থার উন্নতি হইলনা । সেখান থেকে কানপুরকে বিজয়করে রেমুনাতে শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শনে আসিলেন্ । সেখানে কিছুকাল অবস্থান করে পুন: নৃসিংহপুর ফিরে গেলেন্ ।

নৃসিংহপুরে ১৫৫২ শকে অর্থাত্ ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীজগন্নাথ দেবের পবিত্র স্নান পূর্ণমিার পরদিন কৃষ্ণ প্রতিপদা তিথিতে নিত্যলীলা প্রাপত হইলেন্ ।

নৃসিংহপুরের জমিদার শ্রী উদ্দণ্ড রায় ভূঁয়া গৃহে শিষ্যদের সঙ্গে অসম্ভব সংকীর্ত্তন লীলা করেছিলেন্ । ঠাকুরের দ্বাদশ বিশিষ্ট শিষ্যদের থেকে দ্বাদশ শাখার উদভব হইল । এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন্ শ্রী রসিকানন্দ দেব গোস্বামী ।

সুবর্ণরেখা নদীর তটদেশে শ্রীপাট গোপীবল্লভ পুরে শ্যামানন্দ সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করেছেন্ । তারপর থেকে উড়িশার ধর্ম সংস্কৃতি ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে এর প্রভাব বিস্তার হইতেছে।

প্রভু শ্যামানন্দ যে কেবলই ধর্ম প্রচারক তা নয় । এক ধারে তিনি বিখ্যাত গায়ক, কবি এবং বংশীবাদক ছিলেন্ ।

●●●

পঞ্চম অধ্যায়

সপ্তশরা নদী -

প্রথম অধ্যায়ে এই নদীর সম্পর্কে বর্ণনা হয়েছে । তবুও এই অধ্যায়ে কিছু বর্ণনা করা আবশ্যক ।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বনবাসের লীলা অন্তিম পর্য্যায়ে লঙ্কাধীস্বর রাবন্ কে সবংশে উদ্ধারকরে অযোদ্ধা প্রত্যাবর্ত্তন কালে সন্ধ্যা আগত জানিয়া এক রমনীয় স্থান দেখে রাত্রি যাপন করিবার মনস্থ করিলেন্ । শ্রী সীতাদেবী সেইখানে রজস্বলা হইলেন্ । চতুর্থ দিবসে সীতাদেবীর নদী স্রোত আবগাহন করিবার ইচ্ছা জাগিল । (শুদ্ধ স্নানের পর স্ত্রীর দৃষ্টি প্রথমে স্বামী পতিদেবে উপরে আর দেবতার উপর সম্পাত হইবার বিধান হিন্দুশাস্ত্রে তে রয়েছে) মাত্র সেখানে কোনো নদী কিম্বা জল প্রবাহ ছিলনা । তখন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আপনার ধনুতে সপ্তবার শর সংযোজন করিয়া সেখানে কোনো এক স্থানে ভূমি ভেদ করিয়া নদীর আকার করাইয়া দিলেন্ । এই নদীর নাম সপ্তশরা নদী । ত্রেতা যুগের থেকে ওই রমনীয় স্থানের নাম পারিভাষিক শব্দে রমনা বা রেমুনা হয়েছে । সপ্তশরা নদী শ্রীগার্গেশ্বর মহাদেব মন্দির সন্নিকট

আম্রকুঞ্জ পাশ্র্ববর্ত্তী নিম্ন ভাগ হইতে পূর্ব দিকে প্রবাহমান ছিল। এখন আর পূর্ববত্ ধারা প্রবাহ নাই। অদ্যাবধি সপ্তশরার জলবিহীন ধারার অবশেষ মাত্র স্থানে স্থানে রয়েছে। অদ্যাপি ঐ স্রোতহরা সপ্তশরার তটস্থিত আম্র কদম্ব বৃক্ষদের অধোভাগে অর্দ্ধনিশীথে শ্রীগোবীনাথের মধুর মূরলী নাদ শুনাযায়। লোকমুখে শুনাযায় - একদা জনৈক ভক্ত সপ্তশরা নদীতীরস্থ বৃক্ষ মূলে শ্রীগোপীনাথের বংশী পেয়ে শ্রীগোপীনাথকে অর্পন করেছিলেন্।

অতিশয় সংকীর্ণ্ণ এই সপ্তশরা একটি ঝরনায় রূপান্তরিত হয়ে শিংলা গ্রামের উত্তর দিকে অবস্থিত হয়েছে। লোকমুখে এর নাম এখন বরুনেইনাল হয়েছে। এই পবিত্র ভূমি রেমুনা গুপ্তবৃন্দাবন এবং বরুনেই নাল ই পূর্বকথিত সপ্তশরা যাকে যমুনা ভাবে ভক্তগন আখ্যায়িতকরেন্। এইত গুপ্তবৃন্দাবন আর এই যমুনা কৃষ্ণভক্তির ধারা প্রবাহ যেকি সমস্ত ভক্তদিকে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সংস্কৃতিতে মজ্জাইয়া পবিত্র আর কৃতকৃত্য করিতেছে।

শ্রী শ্রী রামচণ্ডী -

শ্রী গোপীনাথের মন্দিরে পশ্চিম দিকে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী পাদের স্থূল সমাধি সন্নিকট সিদ্ধাশ্রমের দক্ষিন পার্শ্বে শ্রী শ্রী চণ্ডীমাতার মন্দির বিদ্যমান। বর্ত্তমান মায়ের নাম শ্রীরামচণ্ডী প্রসিদ্ধিলাভ করেছে।

প্রথমে মাতার নাম চণ্ডী ই ছিল্। ত্রেতা যুগে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সেবাপূজার পর রামচণ্ডী নাম হয়েছে।

কঠোপ নিষদে উক্ত আচ্ছে মহান্ ভয়ং বজ্রমুদ্যুতম্। অর্থাত্ উদ্যদ ভয়ের ন্যায় তিনি ভয়ঙ্কর। তার ভয়ে সূর্য্য উদিত হন্। অগ্নি

প্রজ্জলিত এবং পবন প্রবাহিত হন্ । মহাকাল যম ও ভয়ে কাম্পে । বৃহ্মের এই ভয়ঙ্করী শক্তি চণ্ডী । চণ্ডীর অর্থ কোপনয়ী ।

বৃহ্মের শরনাগত গো বিপ্রাসুর ভক্তজনে সসাগরা ধরিত্রী আদি যখন্ আসুরিক শক্তির আঘাতে রক্ষার্থ কাতর আবেদন চ্ছলে আহ্বান করেন্ তখন্ বৃহ্মের শক্তি ভযঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করেন্ তখন্ তিনি হন্ চণ্ডীকা । তিনি একাধারে বৃহ্মের জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি হন্ । ঐ ত্রিবিধ প্রকাশময়ী মূর্ত্তিরনাম মহাকী, মহালক্ষ্মী এবং মহাসরস্বতী ।

শ্রীরাম চন্দ্র ভগবানের অত্র আগমন বহুপূর্বে ইনি বিরাজিত ছিলেন্ । চণ্ডীমাতা এখন্ অত্যন্ত রক্ত লোলুপা, বলিপ্রিয়া এবং উগ্রচণ্ডী ছিলেন্ । তার সামনে দিয়ে কোনো গর্ভবতী নারী অথবা গো মহিষাদির গমনা গমন করিতে পারেন্না । ততক্ষনাত্ তারা মৃত্যুনুখে পতিত হইতেন্ । তাই জনগন অতিশয় ত্রস্ত হইয়া শ্রীগোপীনাথে চরনে কাতর প্রার্থনা করেন্ । পরম দয়ালু শ্রীগোপীনাথ করুনা করিয়া চণ্ডীমাতার পূজক ব্রাহ্মনকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন্ - "ব্রাহ্মন ! কাল অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ পূর্বক স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্বক আমার শ্রীমন্দিরে এস । আমার নিবেদিত পুষ্পমাল্য এবং প্রসাদ লয়ে চণ্ডী দেবীকে অর্পন কর ।" শ্রী গোপীনাথের আদেশে দেবী পূজক ব্রাহ্মন মন্দিরে এসে প্রভুর নিবেদিত প্রসাদী মালা এবং মহাপ্রসাদান্ন নিয়ে চণ্ডীমাতাকে নিবেদন করিলেন্ । সেইদিন থেকে চণ্ডীমাতা পরমাবৈষ্ণবী হইলেন্ । অদ্যাবধি শ্রীগোপীনাথের নিবেদিত প্রসাদান্নের কিয়দংশ প্রত্যেহ চণ্ডীমাতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করাহইতেছে ।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পরমগুরু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর পবিত্র মহানির্বান তিথিতে একটি আলৌকিক ঘটনার অবতারনা করিতেছি । সিদ্ধ মহাত্মা শ্রীল শ্রীরাধারমন চরন দাস বাবাজী মহারাজের আশ্রিত শ্রীল শ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজের প্রশিষ্য কোলকাতা নিবাসী পরমভক্ত রাজর্ষি প্রতিম শ্রী রবিন্দ্র নাথ রাহা মহোদয় বহু বৈষ্ণব তীর্থ সংস্কারক ছিলেন্ । বহু অর্থ ব্যয়ে তিনি শ্রীল পুরীপাদের স্থূল জীর্ণ সমাআরি সুসংস্কার করাইয়া ছিলেন্ । তদুপলক্ষে শ্রী শ্রী চণ্ডী মন্দির সংলগ্ন শ্রীপুরী পাদের সমাধি চত্ত্বরে চবিশ প্রহরব্যাপী শ্রীনাম যজ্ঞমহোত্সব মহাসমারোহে চলিতেছিল্ । সেই সময়ে শ্রীচণ্ডীদেবীর মন্দিরের কপাট বন্দ ছিল ।

শ্রীল পুরী পাদের তিরোভাব মহোত্সবলক্ষে রবীন্দ্র্ রাহা মহাশয়ের সঙ্গে বঙ্গ দেশ থেকে বহু মহিলাভক্তও এসেছিলেন্ । তাদের মধ্যে কোনো এক সৌভাগ্যবতী মহিলার শুদ্ধ অন্তরে চণ্ডীমাতার আবির্ভাব হইল । তার মুখ দিয়ে শ্রী চন্ডীদেবী বলতে লাগিলেন্ - "এই শ্রী নাম যজ্ঞের মুহূর্ত্তে আমার মন্দিরের কপাট রুদ্ধ কেন হয়েছে । জগন্মঙ্গল হরিনাম শ্রবনে আমায় বঞ্চিতকর কেনো ?" ঐ প্রত্যাদেশ শুনে চণ্ডীদেবীর নিত্যপূজক কে সম্বাদ দেওয়ায় পূজক রুদ্ধ দ্বার উন্মোচন করিলেন্ । তারপর চণ্ডীমাতার প্রত্যাদেশ বন্দ হলেন্ ।

উত্সবের অনুষ্ঠাতা শ্রী রবিন্ রাহা মহাশয় আপনাকে পুরী সৌভাগ্যবান্ মনেকরে বিবিধ উপহার তথা ষোড়শ উপচারৰে চণ্ডী মাতার আরাধনা করলেন্ ।

সপ্তশরা নদীতে নিত্যসুদ্ধা সীতাদেবী স্নানন্তর নৈসর্গীক সুদ্ধা হইলেন্ । শ্রীরাম চন্দ্র উক্ত রমনীয স্থানের গ্রামদেবী চণ্ডীদেবীর পূজা শ্রদ্ধা সহিত করেন্ । তদবদি শ্রীচণ্ডী মাতার নাম শ্রীরামচণ্ডী বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে ।

●●●

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রী গর্গেশ্বর মহাদেব -

পুরান প্রসিদ্ধ তীর্থগনের মধ্যে শ্রী গার্গেশ্বর মহাদেবের পবিত্র পীঠস্থল অন্যতম । এই স্থানে পুরান্ প্রসিদ্ধ মহামুনি গর্গের পবিত্র আশ্রম ছিল । এই গর্গমুনি বৃষ্ণিংশের পুরোধা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামকরন করেছিলেন্ । তিনি শ্রীকৃষ্ণ লীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন্ এবং ঐ লীলার চাক্ষুষ বিবরণ লিখেছেন্ যার নাম হয় "শ্রী গর্গসংহিতা" ।

পূর্বে ঋষিমুনিদের আশ্রমে থাকিয়া তত্কালীন ছেলেরা ব্রহ্মচর্য্য পালন, বেদাদি বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া দেশের রীতিনীতি শিক্ষা করিতেন্। যিনি এইমতন ১০হাজার বিদ্যার্থী দের গ্রাসাচ্ছাদনাদি দিয়ে অধ্যাপনা করাইতেন্ তাহাঁকে "কুলপতি" বলাহয় ।

এইখানেও গর্গমুনির আশ্রমে প্রত্যেহ যজ্ঞাহইত । জজ্ঞ ধূমে গগন পূরে উঠিতেছিল এবং বেদমন্ত্র তথা গাযত্রীমন্ত্র নাদে গগন পবন ঝঙ্কৃত হইতেছিল ।

মহামুনি গর্গ প্রতিদিন এই স্থানে ধ্যান করেন্ । হঠাত্ একদিন ইনি এক অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময় হইলেন্ । তাহার দৃষ্টি এই দৃশ্যের উপর নিবন্ধ রহিল । একটি পয়স্বিনী গাভী প্রতিদিন এসে একটি নিদ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া থাক্ত এবং স্বত:স্পুর্ত্তদুগ্ধ ধার ক্ষরন হইত ।

এইমত কতদিন ব্যতীত হইল । গর্গমুনির মনে প্রবল কৌতুহল জাগিল । তত:পর তিনি সেই স্থান খনন করিলেন্। খনন করিতে তিনি এক অদ্‌বুত শক্তি সমন্বিত লিঙ্গ মূর্ত্তী দর্শন করিলেন্। এই মূর্ত্তী আবিষ্কার করে তিনি বিস্ময় বিমুগ্‌ধ হয়ে ভক্তি গদ্ গদ্ হৃদয়ে প্রনতি করে শিবস্তুতি পাঠ করিতে লাগিলেন্ ।

প্রেমাবিষ্ট হৃদয়ে হরিহর অভিন্ন মূর্ত্তীর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আরাধনা করিতে লাগিলেন্ । মহামুনি গর্গের দ্বারা আবিষ্কৃত এবং সংপূজিত এই মহাদেব গর্গেশ্বর নামে প্রসিদ্ধলাভ করিলেন্ ।

পরে বালেশ্বরাধীশ্বর পুরান প্রসিদ্ধ নিষ্ঠাবান্ শিবভক্ত বানাসুর গর্গমুনি আবিষ্কৃত শ্রীগর্গেশ্বর মহাদেবের মন্দির নির্মান করিয়া পূজার্চ্চনার বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা করাইলেন্ । মহাদেবের স্থায়ী পূজার্চ্চনা র যেন ভবিষ্যতে কিছুই বাধা নাহয় সেজন্যে পূজারী এবং সেবা পরিচালন নিমিত্ত আম্রবৃক্ষ বেষ্টিত বিশাল ভূখণ্ড প্রদান করিলেন্ । মহাদেবের মহাস্নান নিমিত্ত এক প্রকাণ্ড দির্ঘিকা (স্নানকুণ্ড) খনন করেছেন্ । নিত্য ভোগরাগের জন্যে শিবোত্তর স্বরূপ যস্যোত্‌পাদন যোগ্য প্রচুর ভূমি দান করিলেন্ । অদ্যাবধি সেইসব সুব্যবস্থা পূর্ববত বিদ্যমান আছে । প্রতিবচ্ছর শিবরাত্রি মহোত্‌সব মহাসমারোহে পালন করাহইতেছে । শ্রী গর্গেশ্বর মহাদেব বড় প্রত্যক্ষ । আশুতোষ এবং ভক্তের মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করিতেছেন্ । অত: প্রত্যহ এই পবিত্র স্থানে অনেক অর্থী, প্রার্থী জ্ঞানী যোগী আদি ভক্তগনের সমাগম হইতেছে ।

কিম্বদন্তী থেকে জানাযায়, পরম শিব ভক্ত বানাসুর বালেশ্বর জেলার ৫প্রসিদ্ধ শিব মন্দির নির্মান করিযাছেন্ । রেমুনা গোপীনাথ ধামে গর্গেশ্বর, বালেশ্বরে বাঁকা খজুরে বক্রেশ্বর, সেরগড় গ্রামে খেজুরেশ্বর, বর্দ্ধনপুরে মণিনাগেশ্বর এবং পুরান বালেশ্বরে বানেশ্বর তাহাঁর অম্লান কীর্ত্তি অদ্যাবধি বিরাজমান । প্রত্যহ প্রাত: স্নানন্তার বানাসুর এই পঞ্চলিঙ্গ মহাদেব দর্শন করিয়া পানাহার করিতেন্ । বানাসুরের গড়(রাজপ্রসাদ) উত্তরে বালাঙ্গী নদীর তেমুহান স্থানে ছিল । বানাসুরের কন্যা উষা প্রত্রিদিন শিব পূজন নিমিত্ত শ্রী গর্গেশ্বর মহাদেব দর্শেনে আসিতেচিল । সেজন্যে বানাসুরের প্রসাদ (অধুনা ডিহিসাহি) থেকে বলাঙ্গী নদীর তটদেশ থেকে শ্রী গর্গেশ্বর মহাদেব পীঠ পর্য্যন্ত একটি রাস্তা নির্মান করেছিলেন্ । এখন্ কাঁটাঝাঁটা পূর্ণ্ণ লম্বমান রেখার ন্যায় উক্ত রাস্তার অবশেষ অনাবাদীর প্রায় পড়েরয়েছে । এই রাস্তাই বানাসুরের অতীত স্মৃতির স্মারকী রূপে পড়েআছে ।

●●●

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীশ্রী অষ্টাদশ ভূজা (মহালক্ষ্মী) দুর্গা -

ওঁ সর্ব রূপময়ী দেবী দেবীময়ং জগত্
অতোঅহং বিশ্বরূপাং তাং নমামি পরমেশ্বরীম্ ।।

ওঁ যা দেবী সর্ব ভূতেষু মাতৃ রূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমোনম: ।।

ওঁ সর্ববাধা প্রসমনং ত্রৈলোক্যে স্যাখিলেশ্বরী
এব মেব ত্বয়া কার্য্য মস্মদ বৈরী বিনাশনম্ ।।

বালেশ্বর জেলার পরমবৈষ্ণব ধাম শ্রীক্ষিরচোরা গোপীনাথে বিজয়স্থলী রেমুনা ব্যতীরেকে অন্যতম বৈষ্ণবক্ষেত্র পরম বৈষ্ণবী অষ্টাদশ ভূজা দূর্গার অনুপম লীলাস্থলী বিদ্যমান । রেমুনা বাজার থেকে

২কি.মি. উত্তরে লালপাটনা পঞ্চায়তের কোট পুকুরের পশ্চিম তটে এই ক্ষেত্র অবস্থিত ।

পরম ভক্ত বৈষ্ণব হরি গোলাম দাসজী মহারাজ এখানে সর্বশক্তিমান শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভু আর শক্তিময়ী মা"দুর্গাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একাধারে শক্তি আর ভক্তির অপূর্ব সমন্বয় করাইয়াছেন্ ।

ঐ কোটপুকুর উত্কল সম্রাট লাঙ্গুলা নরসিংহদেবের মহিষীর দ্বারা মহারাজের আজ্ঞাতে খনন হয়েছিল । তাই তার স্বরূপ নাম করন করাহয়েছে । ভারতবর্ষের কর্ণাটিক রাজ্যে প্রথম অষ্টদশ ভূজা মন্দির এবং উত্কলে এই মন্দির দ্বিতীয় স্থানে আছে । হিন্দু বিদ্বেষী কালাপাহাড়ের ভয়ে ধর্মান্তরিত হইয়া এখানে মুসলমান বস্তি কলাপাহাড় সাহি অষ্টাদশ ভূজা মন্দিরের সংলগ্ন হইয়া রয়েছে ।

স্বর্গত: বংশীধর রথ শর্মা প্রথমে অষ্টাদশভূজার মৃন্ময়ী বিগ্রহ তয়ারি করে স্বগৃহে আঠ বচ্ছর পর্য্যন্ত পূজা করিতেছিলেন্ । তত্পরে বাবাজী স্বর্গত: হরি গুলাম্ রামানুজ দাস মহারাজ ঐ বিগ্রহের দায়িত্ব নিয়ে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে মায়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়াছেন্ বলি জানাযায় । বাবাজী মহারাজ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল হয়ে এখানে গোপনে সংগঠন করিয়া আন্দোলন চলাতে ছিলেন্ । ইংরেজ সরকার ঐ তথ্য জানতেই ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বাবাজী মহারাজকে নিয়ে নাসিক জেল্খানায় রেখেছিল । তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ভবিষ্যতবানী শুনাইয়া স্বাধীনতার ভাবী সময় জানাইয়া দিয়ে তিনি রেমুনা তে একটি টোলবাড়ি গঠন করেছিলেন্ । দেবীর সাম্নে যজ্ঞ করিতে করিতে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে শরীর ত্যাগ করেছিলেন্ । তিনি

বৈষ্ণব মার্গী হওয়ারপর ছতিআ মঠ থেকে হাতপা ধোয়ে জগন্নাথ, বলভদ্র এবং সুভদ্রা বিগ্রহ আনাইয়া পীঠাধীশ্বর শ্রী জগন্নাথ এবং পীঠাধীশ্বরী অষ্টদশ ভূজা দুর্গা মা"কে পূজা করিতেছিলেন্ । তাহার দেহান্তরে তদীয় মানসপুত্র ত্রিলোচন দাস এবং তারপরে তার স্ত্রী চন্দ্রমনী দাসী সেবাপূজা করিতেছিলেন্ । তিনি ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ১০২ বচ্ছর বয়সে ইহলীলা সাঙ্গ করেন্ ।

১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐ মন্দিরের পরিচালনা নিমিত্ত একটি গ্রাম্য কমিটি মাধ্যমে ১৯৯১ খ্রী. থেকে সরকার ঐ মন্দিরের পরিচালনা জন্যে একটি ট্রষ্টবোর্ড় গঠন করেছিলেন্ ।

ঐ বৈষ্ণব পীঠে দেবীর মেঢ়মণ্ডপে একটি বিল্ব বৃক্ষের চিত্র আছে । মেঢ়ের সম্মুখে সিংহারুঢ়া মা" অষ্টাদশ ভুজা দুর্গা (মহালক্ষ্মী)র বিগ্রহ শোভায়মান আছে । রনোন্মত্তা, বিল্বপত্র আমার মন্দার পুষ্পে সুশোভিতা, রক্তবর্ণা, পীতবস্ত্র পরিধানা, বিবিধ ালংকার বিভূষিতা মা"দুর্গা অতিশয় মনোরমা সবার দৃষ্টি আকর্ষন করেন্ । দেবীর মেঢ়ে গনেষ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিকেশ্বর এবং মহাদেবের বিগ্রহ বিরাজমান । ঐ মেঢ়ের সম্মুখে পূর্বদিকে কুটেশ্বর মহাদেবের মন্দির বিরাজমান । এখানে একাধারে বৈষ্ণব, শৈব এবং শাক্ত উপাসনার সমন্বয়ের উদাহরন স্বরূপ সত্ত্ব, রজ এবং তম প্রতীক হয়েছে । ঐ পীঠে দেবীর অষ্টাদশ আয়ুধ সমূহ ঐ রূপ যথা - রুদ্রক্ষমালা, পদ্ম, কমণ্ডলু, কালদণ্ড, তরবারী, পরশু, নাগফাশ, খড়গ, কবচ, পানপাত্র এবং নাগমনি । অষ্টাদশভূজা মহালক্ষ্মী সাক্ষাত্ বনদুর্গা হন্ তাই প্রতিবচ্ছর দুর্গাপূজার সময় দেবীর নবরাত্র পূজা হয় ।

শ্রীমদ্ ভাগবতে প্রমান আছে - যখন্ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধরাবতরন করেন্ তখন্ তার হ্লাদিনী শক্তিরূপ শ্রী রাধারানীকে এবং তাহার মায়াশক্তি স্বরূপা শ্রীদুর্গা দেবীকে মর্ত্তে প্রকটকরাইয়াছিলেন্। অষ্টদশভূজা হৈলেন্ ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং রুদ্র রূপা । তিনি সৃষ্টি, পালন এবং সংহার কর্ত্রী মাত্র বস্তুত্ব তিনি এক এবং অভিন্নরূপা ।

এখানে প্রতিবচ্ছর রজসংক্রান্তি দিনে ব্যাপক জনসমাগম হয় আর এখানকার পবিত্র উড়াযাত্র হয় । পীঠাদীশ্বর শ্রী জগন্নাথ দেবের কাচ্ছে বিষ্ণু মন্ত্রে ভোগ আর আরতী অর্পন করে ঐ প্রসাদকে দেবীর নিকট দুর্গা মন্ত্রে সমর্পন করাহয় । এই ক্ষেত্র বৈষ্ণব পীঠ তাই দেবীকে বৈষ্ণবী ভাবে নিত্য সেবাপূজা করাহয় । এখানে সকাম মার্গে দুর্গা উত্সব, শ্রীচণ্ডীপাঠ ইত্যাদি করাহয় । এখানে শ্রী জগন্নাথের প্রসাদ মায়ের কাছে অর্পন হইলে তাহা মহাপ্রসাদ হয় । বর্ত্তমান পৃথিবীর সংকটাপন্ন সময়ে ঐ শক্তিময়ী মা"র চরনে শরনাপন্ন হবা প্রত্যেক ভক্তের পরম কর্ত্তব্য ।

●●●

শ্রীশ্রী
ক্ষীরচোরা গোপীনাথ
ভজনমালা

লীলাময় গোপীনাথ